গীতিকাব্য

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল

প্রণীত

কলিকাতা

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন
কালিকাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

নামকরণ

বৈদিকযুগের প্রথমাংশে আমরা ‘এষঃ’ ও ‘এষা’ পদের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এই উভয় শব্দই ‘ইষ্’ ধাতুনিষ্পন্ন, অর্থ—‘অন্বেষণযোগ্য’, ‘স্মরণযোগ্য’, ‘বাঞ্ছনীয়’।

“যুবং হ ঘর্মং মধুমন্তমত্রয়েঽপো ন ক্ষোদোঽবৃণীত মেষে”

—ঋগ্বেদ ১।১৮০।৪

অতঃপর যখন এই একান্ত বাঞ্ছনীয় স্মরণযোগ্য ব্যক্তি কে—তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য আর্য্য ঋষিগণ বদ্ধপরিকর হ’ন, যখন বহু দেবতার মধ্যে দেবকে খুঁজিয়া একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা দেবতাদিগের মধ্যে বিষ্ণুকেই ‘এষঃ’ নামে অভিহিত করেন।

“মরুত এবয়াবে বিষ্ণোরেষস্য প্রভৃথে হবামহে”

—ঋক্ ২।৩৪।১১

মহাভারতেরও এক স্থানে বিষ্ণু অর্থে ‘এষ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে,—

“বিচক্রমে পৃথিবীমেষ এতাং ক্ষেত্রায় বিষ্ণুর্মনুষে দশস্যন্ ভর্ত্তুরেষণে”

—মহাভারত ১,৮৩৯৯

তার পর আমরা নিঘণ্টু, নিরুক্ত, মুদ্গল ও সায়ণ ভাষ্যে ‘স্মরণযোগ্য’ অর্থে ‘এষঃ’ ও ‘এষা’র প্রয়োগ বহুবার পাইয়াছি ; যথা,—

ঋক্ প্রাঃ ৪, ৭ ; শতপথ ব্রাঃ ২।৪।২।৪ ; নিরুক্ত ৫,২ ; অথর্ব্ব প্রাঃ ১,৬৭ ; ইত্যাদি।

প্রাকৃতের মধ্যে 'ঢক্কী' ও 'পৈশাচী' রীতির কোন কোন স্থানে 'স্মরণযোগ্য' অর্থে কেবল 'এষা'রই প্রয়োগ আছে,—

"হোসেসা তুবং পিউস্মাতি"—প্রভৃতি।

'প্রাকৃতলক্ষ্মীনামমালা'য়ও 'স্মরণযোগ্য' অর্থে 'এষা'র উল্লেখ আছে।

ফলতঃ বাঙ্গালায় 'এষা' শব্দের এই প্রথম প্রচার হইলেও সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অনুসরণে ইহার প্রয়োগ নিতান্ত সুষ্ঠু এবং 'In memoriam' অপেক্ষা গভীর ভাব-দ্যোতক হইয়াছে।

১৩১৯ বঙ্গাব্দ,
২৪শে শ্রাবণ।

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

সূচী

এষা

'Whoe'er you be, send blessings to her—she
Was sister of my soul immortal, free !
My pride, my hope, my shelter, my resource,
When green hoped not to grey to run its course ;
She was enthrone'd Virtue under heaven's dome
My idol in the shrine of curtained home.

Victor Hugo.
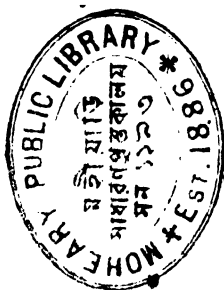
উপহার

আবার—আবার—

ল'য়ে সেই দিব্য দেহ,
সে অতৃপ্ত প্রেম-স্নেহ,
আসিছ—ভাসিছ কেন সম্মুখে আমার !
হাসি-হাসি মুখখানি,
সরমে সরে না বাণী,
আঁচলে নয়ন, রাণী, মুছি' বার বার !

কত যুগ-যুগ পরে—
এখনো কি মনে পড়ে
তোমার সে হাতে-গড়া সোনার সংসার !
কবিত্ব-কল্পনা-ভরা,
জীবন-মরণ-হরা,
ত্রিভুবন-আলো-করা প্রীতি দু' জনার !

বৈতরিণী-তীরে বসি'
মরণের তরে শ্বসি—
আশা-তৃষ্ণা-হীন বৃদ্ধ—রুদ্ধ-অশ্রুভার !
তুমি কেন—পৌর্ণমাসী,
আবার উদিছ আসি'
দুখ-শিরে-শিরে করি' কৌমুদী-বিস্তার !

প্রেমের কুহক-মন্ত্রে
কি বাজাবে ভাঙ্গা যন্ত্রে—
বুঝি না এ ছিন্ন তন্ত্রে কি বাজিবে আর !
আছি কি জীবন নিয়ে—
তুমি বুঝিবে না, প্রিয়ে,
আপনি ভাবি না ভয়ে কথা আপনার !

কেন আঁখি ছল-ছল্ ?
স্বর্গ-মর্ত্ত্য—রসাতল !
ঝরিছে হৃদয়-ক্ষতে নব রক্তধার।
আবার যে প্রেমোচ্ছ্বাসে
শত প্রাণ ছুটে আসে !
ছিন্ন হয় শত গ্রন্থি মিথ্যা-সান্ত্বনার !

তব বরাভয় করে
ধর কর চিরতরে !
চল—চল নিজ গৃহে—দূর-মেঘপার !
প্রিয়তমে, প্রাণাধিকে,
কোথা তুমি—কোন্ দিকে !
জীবনে—মরণে আমি তোমার—তোমার !

নিবেদন

কোথা পাব বাল্মীকির সে উদাত্ত স্বর ?
কোথা কালিদাস-কণ্ঠ ষড়জ-মধুর ?
কোথা ভবভূতি-ভাষ—গৈরিক-নির্ঝর ?
ছিন্নকণ্ঠ পিক আমি, মরণ-আতুর।

সে নহে সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, সতী—
চিরোজ্জ্বল দেবীমূর্ত্তি কবিত্ব-মন্দিরে।
ল'য়ে ক্ষুদ্র সুখ দুখ মমতা ভকতি,
ক্ষুদ্র এক বঙ্গনারী দরিদ্র-কুটীরে।

নহে কল্পনার লীলা—স্বরগ নরক ;
বাস্তব জগত এই, মর্ম্মান্তিক ব্যথা।
নহে ছন্দ, ভাব-বন্ধ, বাক্য রসাত্মক ;
মানবীর তরে কাঁদি, যাচি না দেবতা।

মৃত্যু

কৃষ্ণপক্ষ, চতুর্থী, শনিবার, দিবা ৩॥০ ঘটিকা, ১৯শে মাঘ, ১৩১৩ সাল।

১

"বাবা,

মা—কেন এত জপে কর আজ,

করে এত ঠাকুর-প্রণাম ?"

কাছে যা, বাছা রে, শুনা গে তাহারে

জনমের মত হরি-নাম।

"বড় ভয় করে, তুমি এস ঘরে,

এলোমেলো কি বলে কেবল !"

গঙ্গা-মৃত্তিকায় লেপে দাও গায়,

দাও গিয়া মুখে গঙ্গাজল।

"চোখ বড় রাঙ্গা, গলা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা,
দিদিমা ঠাকুমা বড় কাঁদে !"
কর গে বারণ, ফুরাবে এখন ;
বাঁধিও না আর মায়া-ফাঁদে।

"তবে মা আমার—" ইচ্ছা বিধাতার,
এখনো ত রয়েছে জীবন।
যতক্ষণ শ্বাস— ততক্ষণ আশ ,
ভক্তিভরে ডাক নারায়ণ।

"ডাকি বার বার—" কাঁদিও না আর,
যাও, তার পদধূলি লও।
বাছা, প্রাণ ভরি' আশীর্ব্বাদ করি,—
তারি মত সতীলক্ষ্মী হও !

২

পত্রবাহী ডাকে,—"চিঠি আছে।"
দেখি পত্র খুলি'—
কর্ম্মস্থল হ'তে আসিয়াছে
শুষ্ক তিক্ত বুলি।

"অময়ের চিঠি ?—ভাল আছে ?"
মুমূর্ষু জিজ্ঞাসে।
(সংবাদ দেইনি পুত্র কাছে—
কি ভুল হুতাশে !)

অশ্রুভরা কাতর নয়ন
এক-দৃষ্টে চায় ;
নাহি শ্বাস, হৃদয়ে কম্পন,
উত্তর-আশায়।

হে দেবতা, লই তব নাম,
এই মিথ্যা শেষ,—
'ভাল আছে, করেছে প্রণাম,
পড়িয়েছে বেশ।'

বক্ষ হ'তে নেমে গেল ভার—
গভীর নিশ্বাস ;
ম্লান মুখে ফুটিল আবার
ধীর স্থির হাস।

শান্ত—তৃপ্ত, কৃতজ্ঞতা-নীরে
উজ্জ্বল নয়ন ;
শান্ত—তৃপ্ত, ধীরে পার্শ্ব ফিরে'
করিল শয়ন—
ফুরাল জীবন !

৩

এই কি মরণ ?
এত দ্রুত—সহসা এমন !
চিরতরে ছাড়াছাড়ি, দেহে প্রাণে কাড়াকাড়ি,
নাই তার কোন আয়োজন !
বলিবে না কোন কথা, জানাবে না কোন ব্যথা,
ফিরাবে না বারেক নয়ন !
মন কি গো কাঁদিছে না ? প্রাণে কি গো বাধিছে না
যেতেছ যে জন্মের মতন !

হও নাই গৃহের বাহির ;
আজ তুমি কোথা যাবে ? কার মুখপানে চাবে
সুখে দুখে হইলে অস্থির ?
অচেনা অজানা ঠাঁই, কেহ আপনার নাই,
কে মুছাবে নয়নের নীর ?
কোমলা সরলা অতি, পতি গতি, পতি মতি ;
কে বুঝিবে মর্য্যাদা সতীর !

এ কি দেখি জাগিয়া স্বপন ?
দুই যুগ জানাজানি— আজ কিসে মিথ্যা মানি—
দুই দেহে এক প্রাণ-মন ?
এত আসা, হাসা কাঁদা, এত বুকে বুকে বাঁধা,
এত ভক্তি মমতা যতন,—
ভাবি নাই একবারো তুমি যে মরিতে পারো,
পারো মোরে ভুলিতে এমন !

বুঝিতে যে চাহে না হৃদয় !
বলিতে সোহাগে রাগে,— মরিবে আমার আগে,
এ যেন তাহারি অভিনয় !
এখনো যেতেছে দেখা অধরে হাসির রেখা,
মুখ যেন কথা কয়-কয় !
আশেপাশে কোন্‌খানে লুকায়ে রেখেছ প্রাণে—
অভিমান আর নয়—নয় !

মা—মা, কাঁদিও না আর।
শ্বাস ওই পড়িল না ? দেহ ওই নড়িল না ?
খুলে দাও জানালা দুয়ার।

দেখ—দেখ এই কর যেন কিছু উষ্ণতর,
দাও তাপ সর্ব্বাঙ্গে আবার।
দাও, মা, চরণ-ধূলি, আশিস' হৃদয় খুলি',
সত্য হোক্ আশিস্ তোমার!

বাঁচাও—বাঁচাও, দয়াময়!
ভিক্ষা মাগি যুড়ি' হাত, করিও না বজ্রাঘাত,
জ্বলে পুড়ে যায় সমুদয়!
সহস্র প্রণাম করি, নিও না—নিও না হরি'
একমাত্র সান্ত্বনা-আশ্রয়!
ধরণীর এক কোণে লইয়া আপন জনে
আছি সুখে—সন্তুষ্ট-হৃদয়।

মেল আঁখি, সর্ব্বস্ব আমার!
ম'রো না—ম'রো না, প্রিয়ে, একমাত্র তোমা নিয়ে
আমার এ সাজান সংসার।
চেষ্টা করি', প্রাণেশ্বরি, নয়—তবে দয়া করি'
নিশ্বাস ফেল গো একবার!
না পারো, আমার প্রাণ আমি করিতেছি দান
শ্বাসে—শ্বাসে অধরে তোমার।

নিও না গো—নিও না কাড়িয়া !
একা—একা, অতি একা ! এই দেখা—শেষ দেখা !
যায়—যায় হৃদয় পুড়িয়া !
কোথা হ'তে কি যে হয় ! শূন্য—সব শূন্যময় !
নিষ্ঠুরতা জগৎ জুড়িয়া !
অশ্রুরোধ—শ্বাসরোধ, অসহ্য জীবন-বোধ !
হৃদয়টা ফেলি উপাড়িয়া ।

৪

মরণে কি মরে প্রেম ? অনলে কি পোড়ে প্রাণ ?
বাতাসে কি মিশে' গেল সে নীরব আত্মদান ?
জীবন-জড়ান সত্য—সকলি কি মিথ্যা আজ ?
গৃহ ছাড়ি' গৃহলক্ষ্মী শুইয়া শ্মশান-মাঝ !

সহসা নিদ্রার মাঝে এ কি জাগরণ মম !
এই ছিলে—আর নাই, চলে গেছ স্বপ্ন সম !
প্রতিপল-পরিচিতা ! তোমারে বিচ্ছিন্ন করি'
কেমনে এ শূন্য মনে এ শূন্য জীবন ধরি !

কি ছিলে আমার তুমি—প্রেয়সী না ক্রীতদাসী ?
দুটি হাতে সেবা ভরা, বুকে ভরা প্রেমরাশি !
একান্ত-আশ্রিত-প্রাণা—নাই নিজ সুখ দুখ,
সব আশা—সব সাধ আমাতেই জাগরূক !

জাগে শোকে অভিমান,—কেন এত ভালবেসে
আভাসে বল নি তুমি, এত দুখ দিবে শেষে !
তুমি অভিশপ্তা দেবী—কেন বল নাই আগে,—
শুধু স্বরগের ছায়া দেখাইছ অনুরাগে !

একে একে প্রতিদিন প্রতি কথা মনে পড়ে,
আবার যে হয় ভ্রম,—তুমি বসে আছ ঘরে !
পরিজন-মুখপানে কাতর-নয়নে চাই,
আকুলিয়া ওঠে প্রাণ, নাই তুমি, নাই—নাই !

আকাশের পানে চাই,—কোন দেব আসি' যদি
দেন মৃত-সঞ্জীবনী, দেন কোন মন্ত্রৌষধি !
কি আদরে বুকে করে' ঘরে ফিরে ল'য়ে যাই !
আকুলিয়া ওঠে প্রাণ, সে তপস্যা নাই—নাই !

ধূধূ ধূধূ জ্বলে চিতা, ওঠে শূন্যে ধূম-ভার ;
চেয়ে আছি—চেয়ে আছি—শুধু মোহ, কে কাহার !
অশ্রুহীন দগ্ধ আঁখি আসে যেন বাহিরিয়া,
বুকে ঘুরে দীর্ঘশ্বাস সমস্ত হৃদয় নিয়া।

চেয়ে আছি—চেয়ে আছি, হৃদয়ে পড়িছে ছেদ,—
পশ্চাতে আলোক-ছায়া স্বর্গে মর্ত্ত্যে অবিভেদ!
সম্মুখে উঠিছে জাগি' কি কঠোর দীর্ঘ দিন!
ভ্রমিতেছি শোক-বৃদ্ধ দীন হীন উদাসীন।

চেয়ে আছি—চেয়ে আছি, নিবিতেছে চিতানল,
জলদ করুণ-প্রাণ ঢালিতেছে শান্তিজল।
বিধবা বিস্ময়-দৃষ্টি, সধবা প্রণাম করে;
শ্বসিয়া—শ্বসিয়া বায়ু কাঁদিতেছে বনান্তরে।

বিদায়—বিদায় তবে! দিবা হ'ল অবসান;
জানি না মৃত্যুর পরে বিধাতার কি বিধান!
যেথা থাক—সুখে থাক! ঝরে তপ্ত অশ্রুভার;
অদূরে জাহ্নবী বহে, ধরা অতি অন্ধকার।

৫

ডুবিয়া—ডুবিয়া জলে জ্বালা না জুড়ায়।
নহে দূর—নহে দূর
ওই মরণের পুর !
আর এক পদক্ষেপে সকলি ফুরায়।

উথলি' উছলি' দুলি' চলে জলরাশ ;
হৃদয়-শ্মশান খুলে'
ধরণী পড়িয়া কূলে ;
নিকটে এসেছে নেমে বিষণ্ণ আকাশ।

নাহি তারা, নাহি তরী, জলদ ঘনায় ;
ঘুরে ঢেউ আশেপাশে,
কত কল-কল ভাষে,
ঝাঁপায়ে পড়িয়া বুকে তলাইতে চায়।

হৃদয় উদাস অতি, নয়ন উদাস ;
সম্মুখে গভীর বারি
ডাকে দীর্ঘবাহু নাড়ি' !
মনে পড়ে দূর গৃহ—পড়ে দীর্ঘশ্বাস।

এই ত জগতে সুখ, এই ত জীবন !
সহে না নিমেষ-ভর,
মরণেরি নামান্তর !
দেখি না—দেখি না তবে মরণ কেমন !

নাহি আশা, নাহি তৃষা, জীবন যন্ত্রণা ;
মরিয়া জুড়াতে চাই,
মরিতে সাহস নাই !
শিথিল শরীর মন, বিচ্ছিন্ন ভাবনা।

৬

গৃহতলে আছে বসি' পুত্রকন্যাগণ
করিয়া মণ্ডল ;
নববস্ত্র-পরিহিত, বাক্যহীন, সঙ্কুচিত,
ম্লান মুখ, রূক্ষ কেশ, নেত্র ছল্ ছল্।

মধ্যে বসি' ক্ষুদ্র শিশু, কিছু নাহি বোঝে
কেন যে এমন !
দেখে বস্ত্র আপনার, দেখে মুখ সবাকার,
দেখে দ্বার-পানে চাহি'—কাতর-নয়ন।

প্রাঙ্গনে ধূলায় পড়ি' কাঁদিছেন মাতা
গুমরি' গুমরি' ;
সোদরা বুঝাতে যায়, সেও কাঁদে উভরায় ;
অদূরে কাঁদিছে দাসী হাহাকার করি'।

এ ঘরে ও ঘরে ঘুরে' কাঁদে বিড়ালীটি,
কি দীন ক্রন্দন!
অতি বিশৃঙ্খল ঘর, বহে গেছে মহাঝড়!
আসে যায় প্রতিবেশী নিঃশব্দ-চরণ।

জ্বলে দীপ ক্ষীণপ্রভ, ম্রিয়মাণ শিখা
কাঁপে ঘন ঘন;
প্রাচীরে পড়িছে ছায়া, যেন তার স্নেহ-মায়া
এখনো ঘুরিছে ঘরে—এখনো—এখনো!

রয়েছি জানালা দিয়া শূন্যপানে চাহি'—
অতি শূন্য মন।
স্তব্ধ ক্ষুব্ধ অন্ধ তমঃ— ভীষণ দৈত্যের সম—
ঘুমায়—ছড়ায়ে দেহ—ভরিয়া গগন।

৭

এই কি জীবন ?

এত শ্রম—এত ভ্রম—এত সংঘর্ষণ :

কত-না কামনা করি'

আকাশ-কুসুম গড়ি !

কত গর্ব্ব-অহঙ্কার—কত আস্ফালন !

ধরা যেন পায়ে ঘুরে,

পড়ে থাকি বিশ্ব জুড়ে,

আপন মহিম্ন-স্তবে আপনি মগন।

তার পর, এ কি আজ !—নির্ম্মেঘ গগন

মধ্যাহ্ন মধুর অতি,

সমীরণ ধীর-গতি,

রচিতেছি নিজ মনে দিবস-স্বপন ;

সহসা কি ভয়ঙ্কর

শত বজ্র কড় কড় !

প্রিয়জনে আগুলিতে কত প্রাণপণ !

নিমেষে নন্দন-বন শ্মশান ভীষণ !
বিশ্বাসিতে হয় ভয়,
তবু বিশ্বাসিতে হয় !
আঁখি হ'তে গেছে মুছে কুহক-অঞ্জন।
সুখ-স্বপ্ন গেছে টুটে,
হৃদয় ধূলায় লুটে,
মুখে নাহি কথা সরে—ঝরে না নয়ন।

অহো, কি মানব-ভাগ্য—কি পরিবর্ত্তন !
ধরা—জড় পরমাণু,
প্রাণ—বজ্রদগ্ধ স্থাণু,
বহি এক কি দুর্ব্বহ নিরাশ্রয় মন—
মরিতে পারিলে বাঁচি,
শ্বাসে শ্বাসে মৃত্যু যাচি,
দূরে—দূরে সরে যায় নির্দ্দয় মরণ !

কাহার সৃজন এই নগণ্য জীবন ?
এ কি শুধু প্রহেলিকা ?
ওই আলেয়ার শিখা
জ্বলিতে—জ্বলিতে গেল নিবিয়া যেমন !

বাঁধিতে বাঁধিতে সুর
সপ্তস্বরা শতচূর !
মেলিতে—মেলিতে আঁখি মিলাল স্বপন ।

এই প্রাণ !—এর লাগি কত-না যতন !
কামে ক্রোধে সদা অন্ধ,
লোভে মোহে কত দ্বন্দ্ব,
কত-না মাৎসর্য্য-মদে জগত-মর্ষণ !
কত আধি ব্যাধি সহি,
কত দুখ ক্লেশ বহি,
সুখ-ভ্রমে করি কত অভাব সৃজন !

এই কি এ জগতের শুভ বিবর্ত্তন ?
এই হাড়ে হাড়ে শোক
দেখাবে কি পুণ্যালোক ?
ভূমিকম্প—ঘূর্ণবাত্যা কি করে সাধন ?
স্বর্ণ-মন্দিরের চূড়া
বজ্রাঘাতে করি' গুঁড়া,
পাতিব অঙ্গারে ভস্মে কোন্ দেবাসন ?

কোন্ অপরাধে এই কঠোর শাসন ?
কোন্ পিতা পুত্র প্রতি
এমন নির্দ্দয় অতি ?
আমিও ত করিতেছি সন্তান-পালন—
কত রাগি চোখে মুখে,
তখনি ত টানি বুকে,
মুছাতে নয়ন তার—মুছি ত আপন !

এ নহে দেবের দয়া—দৈত্যের পীড়ন।
গিয়াছে প্রাণের সার,
মর্ম্মে মর্ম্মে হাহাকার,
নিরাশার অন্ধকার ঘেরিয়া ভুবন !
মরণের পথে আজ,
দূরে ফেলি' ঘৃণা লাজ—
কে দেবতা তার স্থান করিবে পূরণ ?

কই শোকে সমাশ্বাস—স্নেহ-নিদর্শন ?
কত শোভা বুকে ধরি'
অকালে সে গেল মরি'—
কে দেবতা স্মরি'—স্মরি' করিল রোদন ?

বৃথা আসি, বৃথা যাই,
কিছুই উদ্দেশ্য নাই ;
উর্ম্মি সম মৃত্যু-সিন্ধু করি সম্পূরণ !

এ যে অদৃষ্টের স্নধু নির্ম্মম পেষণ।
যায় দিন—পায় পায়,
সুখ যায়, দুখ যায় ;
কত আসে, কত যায়—কে করে গণন !
যায় দিন—যায় আশা,
যায় প্রীতি, ভালবাসা,
ভাবনা, ধারণা, স্মৃতি, কল্পনা, স্বপন।

যায় দিন—যায় জীব, নি-স্তার গগন ;
শতধা-বিদীর্ণ ভানু,
শ্লথ অণু পরমাণু ;
লুপ্ত শশী, লুপ্ত ধরা—উদ্দীপ্ত মরণ !
বিধাতা নিষ্কম্প-দৃষ্টি,
হেরিছে—তাহার সৃষ্টি
মরণের স্তরে স্তরে করে আরোহণ !

হৃদি-হীন বিধির কি দুর্ব্বোধ সৃজন !
নাহি বুঝে নিজ শক্তি,
নাহি লক্ষ্য আনুরক্তি,
নাহি অনুভব-তৃপ্তি—সূক্ষ্ম দরশন ;
উন্মত্ত কবির মত,
গড়ে ভাঙ্গে অবিরত
ল'য়ে এক অন্ধ শক্তি—কল্পনা ভীষণ !

অশৌচ

১

এই কি প্রভাত !

এতক্ষণে পোহাল কি শোক-দীর্ঘ রাত ?

ওই সেই উষালোকে—

সেই ধরা জাগে চোখে !

সত্যই জীবিত আমি দেহ-মন সাথ !

রবি নিরুজ্জ্বল

আকাশের এক প্রান্তে করে টল্ টল্।

সমস্ত আকাশ ভরি'

ছিন্ন ভিন্ন মেঘ পড়ি'—

নিশীথে চষেছে শূন্য যেন দৈত্যদল !

ছিন্ন ভিন্ন সব !
মূক পশু পক্ষী প্রাণী, জগত নীরব ।
বায়ু বহে কি না বহে ;
মানুষে কতই সহে !
কি শূন্য-জীবন আজ করি অনুভব !

জন্মেছি ত একা !
না হয় কৈশোর-শেষে তার সনে দেখা ।
তার মিলনের আগে,
কিছুতে না মনে জাগে
কেমনে কাটিত দিন—কি অদৃষ্ট-লেখা !

কে বলিবে আজ—
কি ছিল কৈশোর-আশা, কৈশোরের কাজ !
সেই আদি-সূত্র ধরি'
আবার জীবন গড়ি—
সে যদি মুছিয়া যায় জীবনের মাঝ !

কি গড়িব আর ?
আমি শুষ্ক ছিন্ন সূত্র—দেব-মালিকার !
কোথা হ'তে কি যে এলো,
গেল—গেল, সব গেলো—
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ—সর্ব্বস্ব আমার !

গেছে—যাক্ যাক্,
বলিতে পারি না আর শোক-গর্ব্ব বাক্ ।
হৃদয় পুড়িয়া ছাই,
নাই—আর কিছু নাই !
ধূলায় মিশিয়া যাই—
দু' পায়ে দলিয়া যাক্ শত দুর্ব্বিপাক ।

২

মৃত্যু !—প্রতি- দিবস ঘটনা ;
তাহে কেন এত শোক ?
সবাই মরিবে, সবারি মরেছে,
চিরজীবী কোন্ লোক ?

পিতা ভাবে,—কবে অবসর ল'বে,
পুত্র তার হ'লো কৃতী ;
কর্ম্মক্ষেত্রে ঘুরে আজো বৃদ্ধ পিতা
ল'য়ে শোক-দীর্ঘ স্মৃতি।

স্থবিরা জননী, একই বাছনি,
পূজা না হইতে শেষ,—
পথে পথে ওই ছুটে পাগলিনী,
আলুথালু, রুক্ষ কেশ।

বিধবা ভগিনী পথ চেয়ে রবে,
বুঝিবে না কোনমতে—
মাতৃপিতৃহীন ক্ষুদ্র ভ্রাতা তার
সেই যে গিয়াছে পথে !

দেশে আসে পতি, নবীনা যুবতী—
বুকে না আনন্দ ধরে ;
কূলে ডোবে তরী, ধরাধরি করি'
বিধবায় আনে ঘরে।

বিব্রত জনক, মাতৃহীন শিশু
কিছুতে নাহি যে ভোলে—
পথে পথে যাবে, ঘোমটা দেখিবে—
কাঁদিবে 'মা—মা' ব'লে।

ঘরে ঘরে মৃত্যু— শোক-হাহাকার,
আমার একেলা নয় !
সবাই সহিছে, আমিও সহিব,
সময়ে সকলি সয়।

কারা ছিল কাল ?   কে আমরা আজ ?
পরশু আসিবে কারা ?
হাসিয়া কাঁদিয়া   অন্ধ মৃত্যু-মুখে
ছুটিছে জীবন-ধারা।

কোথায় মিলায় ?   কে জানে কোথায় !
কোথায়—কোথায়, প্রিয়া !
আকুলিয়া বায়ু   চিতাভস্ম তার
দেয় দেহে মাখাইয়া।

কোথায়—কোথায় ?   আসে প্রতিধ্বনি—
আবার শ্মশান-যাত্রী !
মেঘে মেঘে মেঘে   দিবস ফুরাল,
সম্মুখে আঁধার রাত্রি।

৩

গৃহ নিরানন্দ অন্ধকার।
আমি কি এ গৃহ-স্বামী ?
চোরের মতন আমি
ভয়ে ভয়ে হেরি চারিধার !

সারাদিন ঘুরি পথে পথে,
মিলি জন-কোলাহলে ;
হৃদয় বাঁধিয়া বলে,
বিশ্বাস করিয়া কোনমতে—

ফিরিয়াছি গৃহে আপনার।
আঁখি মেলি' দেখিবারে
সাহসে কুলায় না রে—
পাছে ভুল ভাঙ্গে পুনর্ব্বার !

নিঃশব্দে দাঁড়ায়ে আছি দ্বারে ;
জগৎ আঁধার স্তব্ধ,
হৃদয়ে দারুণ শব্দ—
ভুলিতে পারি না আপনারে !

আবার আশায় করি ভর ;
ঘরে বা তুলসীতলে
যদি তার দীপ জ্বলে—
যদি তার শুনি কণ্ঠস্বর—

ঘুচে যায় এ চিত্ত-বিকার !
বলি তারে,—'আয়ুষ্মতি।
দেখেছি দুঃস্বপ্ন অতি,
কি যে কষ্ট—নহে বলিবার !

'পা দিও না আর মৃত্তিকায় !
মিলন-কাতরা ধরা
রোগ-শোক-মৃত্যু-ভরা,
বিরহ ফিরিছে পায় পায় ।

'এস, বুকে রাখি লুকাইয়া—
কঠিন এ অস্থি-চর্ম্ম,
গভীর হৃদয়-মর্ম্ম,
দীর্ঘ—এই দীর্ঘ—প্রাণ দিয়া !

'তার পর—যা হয় তা হোক্।
মরণে মরণে যোগ—
একত্র স্বরগ-ভোগ,
না হয় একত্র প্রেতলোক !'

৪

হে বিগ্রহ, পাষাণ-হৃদয়,
এই কি তোমার সৃষ্টি ?   তুমি সেই স্থির-দৃষ্টি !
তুমি ত আমার কেহ নয়।
কি দেখিছ স্বর্ণচক্ষে ?   প্রলয় ছুটেছে বক্ষে !
নর-ভাগ্যে অহো কত সয় !

কি মাগিব—কি দিবে আমায় ?
ধূপে পুষ্পে দীপালোকে,   স্তব-স্তুতি-মন্ত্র-শ্লোকে,
মুগ্ধ তুমি নিজ মহিমায় ;
ষড়ৈশ্বর্য্য ষড়্‌ভুজে—   কাতর-নয়ন খুঁজে
স্বপ্নময়ী হারাল কোথায় !

এষা

বুঝিবে না, বধির দেবতা!
চিরদিন লক্ষ্মী সনে   বিরাজিছ সিংহাসনে,
ভাবিতেছ বিশ্বের বারতা।
কাংস্য-ঘণ্টা-শঙ্খ-রোলে   তবু না শ্রবণ খোলে,
পশে না নরের ক্ষুদ্র কথা।

কিছু নাই আমার প্রার্থনা।
সে অতি-প্রত্যূষে উঠি'   আসিত হেথায় ছুটি',
করিত এ মন্দির মার্জ্জনা:
তুলি' ফুল, গাঁথি' মালা,   সাজাত নৈবেদ্য-ডালা,
সচন্দন তুলসী, 'অর্চ্চনা'।

জানু পাতি'—কৌষেয়-বসনা,
স্থির-নেত্রে, যুক্ত-করে,   ঝর-ঝর অশ্রু ঝরে,
তোমা-পানে চাহি' একমনা!
পড়ে কি না পড়ে শ্বাস,   সিক্ত মুক্ত কেশ-রাশ,
শিথিল-অঞ্চলা, স্মিতাননা।

আবার সন্ধ্যায় হেথা আসি'
দীপ দিয়া, ধূপ দিয়া, প্রণমিয়া—প্রণমিয়া
ফুরাত না তার ভক্তিরাশি !
প্রহর বহিয়া যায়— ধ্যান তার না ফুরায়,
কতক্ষণে উঠিত নিশ্বাসি' !

এখন সকলি বিশৃঙ্খল।
হয় কি না হয় সেবা, তত্ত্ব তার লয় কে বা !
তুমি তাহে নহে ত চঞ্চল।
অনুরাগে কি বিরাগে তোমার না চিত্ত জাগে,
'দেব' 'দৈত্য' কথা কি কেবল !

দিনু পদে কত অর্ঘ্য-ভার,
সারা নিশা পড়ি' দ্বারে ডাকিলাম হাহাকারে,
বুঝিলে না যন্ত্রণা আমার !
শত্রু হ'লে, আমি প্রাণী— লই তবু বুকে টানি',
নাহি হানি বজ্র বুকে তার।

দেব-দয়া নাহি চাই আর !
ইচ্ছা হয়,—দৈত্যসম ল'য়ে নিজ তমঃ ভ্রম
মৃত্যুরে আক্রমি একবার—
গ্রহ-উপগ্রহ টানি' প্রিয়ারে ফিরায়ে আনি !
দেখি মৃত্যু কি করে আমার !

ত্যজ গৃহ, যাও নিজ স্থান।
আর আমি পূজিব না, হৃদয়ে যে পারিব না
তোমা মত হইতে পাষাণ !
গেছে সুখ, গেছে প্রীতি, আছে বুকভরা স্মৃতি—
যাবে দিন করি' তার ধ্যান।

৫

হে পূত তুলসী, বিষ্ণুর প্রেয়সী,
বিবর্ণ তোমার দল।
প্রভাতে আসিয়া প্রণাম করিয়া,
কে বা মূলে ঢালে জল!

সন্ধ্যায় আসিয়া, গলে বস্ত্র দিয়া
কে বা তলে দীপ জ্বালে!
নীরস মঞ্জরী, পড়ে ঝরি' ঝরি',
লূতা-তন্তু ডালে ডালে।

বলিত আমায়,— নমিতে তোমায়
দুগ্ধ পুষ্প তিল দিয়া,
তোমার নিশ্বাসে সর্ব্ব রোগ নাশে,
যায় দুঃখ পলাইয়া।

আর—এ অন্তর ছিল কি সুন্দর !
প্রণয়-স্বপনে লীন !
সহজ, সরল, কবিত্ব-বিহ্বল,
সুখে দুখে উদাসীন।

ছিল এই ধরা কত মনোহরা !
নয়নে নয়ন পড়ে—
আকাশে বাতাসে দেবতা নিশ্বাসে',
জলে স্থলে সুধা ঝরে !

হেরি নরে—মম হ'ত ঋষি-ভ্রম ;
নারী ছিল দেবী সমা ;
মন্দার-কলিকা বালক বালিকা ;
বিধাতা সাক্ষাৎ ক্ষমা !

আজ প্রেম-হারা এরা সব কারা ?
স্বার্থ-ভরা নারী নর !
জগৎ—নরক, দুর্ভিক্ষ, মড়ক ;
মৃত্যু এক সর্ব্বেশ্বর !

বিধি বিধিহীন, চলে যায় দিন—
চেয়ে আছি যেন কেহ !
উঠি চমকিয়া, বুকে হাত দিয়া
বুঝি—এ আমার দেহ ।

হুহু করে প্রাণ, এ গৃহ শ্মশান ;
বৈকুণ্ঠ—শ্মশান-মাঝ !
চিতা-ভস্মে তার উড়িছে আমার
সুখ-স্বপ্ন-আশা আজ !

চল হে তুলসী, ভস্মে তার বসি',
স্মরি' তারে—স্মরি'—স্মরি'—
আলোক মরুক্, আঁধার ঝরুক্,
আমরা নিঃশব্দে মরি ।

৬

দ্বিপ্রহর ; বর্ষানিশা ;
অন্ধকার দশ দিশা,
দুর্গদ্বারে একা সান্ত্রী মত,
জীবনে জাগিয়া অবিরত !

প্রতি পলে, প্রতি শ্বাসে
জীবন গুটায়ে আসে—
বুঝিতেছি অতি পরিষ্কার !
উঠি, বসি, চলি বার বার।

নিশা না পোহাতে চায়,
জীবন না ছুটী পায় !
দূরে বাজে রাজার তোরণে
তৃতীয় প্রহর—কতক্ষণে !

একে একে, গণি গণি—
মিলায় ঘটিকা-ধ্বনি
দুলে দুলে সমীরে, তিমিরে,
নদীপারে, অরণ্যের শিরে।

দ্বিগুণ নিস্তব্ধ সব ;
করিতেছি অনুভব—
নিশ্বাস হ'তেছে ক্ষীণতর,
বাড়িছে মৃত্যুর পরিসর।

কিছুতে কাটে না কাল,
রচিতেছি চিন্তাজাল
কত কি যে জড়ায়ে—জড়ায়ে,
'গুটী' সম, আপনা হারায়ে।

মাঝে কোথা ভুলে যাই—
আকাশের পানে চাই
অভ্যাসে জুড়িয়া দুই কর।
শূন্য দৃষ্টি—কি শূন্য অন্তর!

এষা

পেচক ডাকিল দূরে,
বাদুড় পলাল উড়ে,
ফেরুপাল করিল চীৎকার।
অচল অটল অন্ধকার !

নাহি আশ, নাহি ত্রাস,
খুলে দেছি বক্ষোবাস,
এস মৃত্যু, নির্ম্মম বিজয়ী !
প্রতীক্ষায় শত মৃত্যু সহি।

৭

[জড়বাদ]

একবার চীৎকারি'—চীৎকারি',
দেখি ওই গগন বিদারি'
কোথা সে আমার !
পশু পক্ষী কীট অগণন,
সকলেরি রয়েছে জীবন ;
শুধু—নাই তার !

গেল কি—গেল কি একেবারে ?
মরিলেও পাব না তাহারে ?
ফুরাল সকল !
প্রাণ তবে, নয়—কিছু নয় ?
দেহে জন্মি' দেহে হয় লয়—
পুষ্পে পরিমল ?

বীণে যথা সুর-আলাপন,
সংযোজনে তাড়িত-স্ফুরণ,
তেমনি কি প্রাণ — :
সুধু—সুধু রসায়ন-ক্রিয়া ?
পঞ্চভূত পঞ্চভূতে গিয়া
লভিছে নির্ব্বাণ ?

প্রীতি, স্মৃতি, ভাবনা, কল্পনা,
সকলি কি ক্ষণিক ছলনা—
অলীক স্বপন ?
অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার !
জড় ধরা—জড় দেহ সার ?
মৃত্যু কি ভীষণ !

যেতেছিল জীবন বহিয়া—
নিজ ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ নিয়া
সরল বিশ্বাসে ;
আচম্বিতে সিন্ধুশৈলে ঠেকি'—
মরণে প্রত্যক্ষ আজ দেখি !
জাগি সর্ব্বনাশে !

আশা শুষ্ক, বাসনা নিঃশেষ,
ভুলেছি সে যুক্তি, উপদেশ,
সে আত্ম-প্রত্যয় ;
শিক্ষা দীক্ষা—সব মিথ্যা ভ্রম,
অবিশ্বাস—সংশয় বিষম,
বিহ্বল হৃদয়।

মনে হয়,—বসিয়া গম্ভীরে,
জগতের প্রতি শিরে শিরে
চালাইতে ছুরী ;
ছিন্ন ভিন্ন তন্ন তন্ন করি',
প্রতি অণু পরমাণু ধরি'
দেখি কি চাতুরী !

জীবনের এ শোক-বিস্বাদ—
স্নধু কি জীবের অপরাধ,
জীবের নিয়তি ?
একদিন কেহ একবার
করিবে না তোমার বিচার,
হে অন্ধ-শকতি !

৮

[দেববাদ]

নাই যদি—নাই লোকান্তর,
জীবনের অভিনব স্তর,
পবিত্র বিকাশ ;
প্রতিদিন কেন প্রাণী তবে
স্ব-ইচ্ছায়, গরবে, গৌরবে
করে দেহ-নাশ ?

কেন বুদ্ধ ত্যজিল আবাস,
কেন নিল নিমাই সন্ন্যাস—
মৃত্যু যদি শেষ ?
কেন তবে কিসের কারণ
জ্ঞানী যোগী ভক্ত অগণন
সহে তপঃক্লেশ ?

যেথা গেলে, কেন ভাবে প্রাণী,
নাহি রয় ধরণীর গ্লানি,
তুচ্ছ দুঃখ শোক ?
নাহি রয় বিফল বাসনা,
পাপ, তাপ, অদৃষ্ট-ছলনা ;
বিমুক্ত নির্ম্মোক।

সূক্ষ্ম দেহ, মন নির্ব্বিকার,
কি আনন্দ স্থির চেতনার—
আনন্দে মগন !
শত্রুমিত্র সনে দেখা হয়,
নাহি আর পূর্ব্ব-পরিচয়,
বিস্মৃত স্বপন।

দেবলোকে দেবত্ব লভিয়া
সে কি গেছে দেবত্বে ডুবিয়া ?
সে নাই 'সে' আর ?
জ্যোতির মণ্ডলে বসি'—বসি'
সে কি আর উঠে না নিশ্বসি',
স্মরি' গৃহ তার ?

কি দেবত্ব !—তীব্র ভয়ঙ্কর !
ভাবিতে যে শিহরে অন্তর,
হয় না ধারণা—
প্রতি মুহূর্ত্তের সে বন্ধন,
সকলি কি প্রলাপ-বচন—
বিকৃত কল্পনা ?

জগৎ কি স্বুধু নাট্যালয়,
জীবন কি স্বুধু অভিনয়,
মিথ্যা—মিথ্যা সব ?
ধীরে ধীরে যবনিকা পড়ে,
যে যাহার চলে যাই ঘরে—
বিভিন্ন মানব ?

নাই তবে—আর তবে নাই,
যাহা ছিল, যাহা আমি চাই,—
ঘরের ঘরণী,
সুখে দুঃখে জীবন-সঙ্গিনী,
শুদ্ধা, হৃদ্যা, শুভ-আকাঙ্ক্ষিণী,
পুত্রের জননী।

দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক
এতদিনে কি করিল ঠিক ?
স্বধুই কথায়—
জগতের সুখশোভা নিয়া,
আর এক জগৎ গড়িয়া
ভুলায় বৃথায়।

অহো, সেই অনির্দ্দেশ-দেশ,
যেথা জীব করিলে প্রবেশ
আর নাহি ফিরে!
আমরা ছলিতে আপনায়,
মৃতজনে পূত কল্পনায়
রাখি সদা ঘিরে।

৯

[গীতাবাদ]

কেন শোকে মূঢ়ের মতন,
ত্যজিয়া বিশ্বাস সনাতন,
করি হাহাকার ?
ল'য়ে নিজ ভ্রান্ত মতামত
কেন—কেন আত্মহত্যা-পথ
করি পরিষ্কার ?

সত্য দেহ, সত্য এই প্রাণ,
সত্য এই সুখ-দুঃখ-জ্ঞান,
সত্য এ জগতী ;
আদি নাই, অন্ত নাই যার—
কভু সত্য হয় মধ্য তার ?
অর্থহীন অতি।

ছিনু, আছি, রব' চিরকাল,
সে-ও আছে, চোখের আড়াল—
এইমাত্র ভেদ।
যতদিন ছিল কর্ম্মভোগ,
সয়েছিল দুঃখ শোক রোগ;
কেন তাহে খেদ?

আমার রয়েছে কর্ম্মফল,
তাই আমি হ'তেছি বিহ্বল—
পাগলের প্রায়।
আমিও আমার কর্ম্মশেষে
পলাইব, তার মত হেসে,
—জানি না কোথায়!

জীর্ণ দেহ করি' পরিহার,
নব দেহ ধরিয়া আবার
আসিব কি ভবে?
মানুষে মানুষ পুনঃ হয়,
পশু পক্ষী—অন্য জীব নয়?
কে আমারে কবে!

আবার কি হইবে মিলন ?
গতজন্ম নাহি ত স্মরণ—
নূতন সকল !
এত আশা, এত ভালবাসা
পাবে না এ জীবনের ভাষা—
এ জন্ম বিফল ?

না না, না না, কর্ম্মে আছে ধারা,
কত গ্রহ রবি শশী তারা
রয়েছে আকাশে—
সে আমার নিশ্চয় কোথায়
বসিয়া আমার অপেক্ষায়,
গভীর বিশ্বাসে !

অণুতে অণুতে সম্মিলন,
আত্মায় আত্মায় আলিঙ্গন,
সুখ দুঃখ চূর্ণ !
শির'পরে সময় না চলে,
বাধা বিঘ্ন নাহি পদতলে,
প্রেম পূত পূর্ণ !

সে পেয়েছে তার কর্ম্মফলে,
আমি পাব কোন্ পুণ্যবলে
সেই পরকাল ?
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, লক্ষ্যে, আচরণে
কি বিভিন্ন ছিলাম দু' জনে—
আকাশ পাতাল !

কি বিশ্বাসে বাঁধি বুক আর ?
কোথায় মিলন দু' জনার—
বিফল কামনা !
পুরাতনে নূতনে মিলায়ে
ফেলিতেছি সকলি ঘুলায়ে,
কোথায় সান্ত্বনা !

দু' জনে ঢেউয়ের মত ফুটে,
গায়ে গায়ে, হেসে, কেঁদে, লুটে-
নিমেষের তরে,
কে বলিবে নয়—নয়—নয়,
কে কোথায় হ'তেছি বিলয়
কারণ-সাগরে !

১০

[বিজ্ঞানবাদ]

নিশ্চয় আছেন এক জন।
যে অর্থ আমরা বুঝি, যে অর্থে তাঁহারে খুঁজি,
হয় ত তেমন তিনি নন।
কত দূরে সূর্য্যকায়া— জলে পড়িয়াছে ছায়া,
ছায়ামাত্র করি নিরীক্ষণ !

সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ-দল,
সবে চলে তালে তালে ; নীহারিকা বাঁধা জালে,
ধূমকেতু সময়ে উজ্জ্বল।
ঘুরে ধরা নিজ কক্ষে, বর্ষ ষড়্-ঋতু-বক্ষে—
মরণ কি স্বধু বিশৃঙ্খল ?

নদ, নদী, হ্রদ, প্রস্রবণ,
উত্তাল সাগর-ভঙ্গ, চঞ্চল জলদ-রঙ্গ,
কত ছন্দে করে বিচরণ!
করে ত প্রবল বন্যা ধরণীরে রসে ধন্যা—
কি করিছে অকাল-মরণ ?

প্রকৃতির নাহি ব্যভিচার।
বজ্রাঘাত, ঝঞ্ঝাবাত, স্খলিত তুষার-পাত,
আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুদ্গার,
ভূমিকম্প, জলস্তম্ভ, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-দম্ভ—
রাখিতেছে সমতা ধরার।

মরণ ত সৃষ্টির বাহিরে।
বীজে তরু, ফুলে ফল, ফলে পুনঃ বীজদল ;
ঝরে বৃষ্টি, উঠে বাষ্প ধীরে।
শিখর পড়িছে টুটে, ভূধর তেমনি উঠে—
জীবন কি আসে পুনঃ ফিরে ?

সতী মরি' জন্মিল পার্ব্বতী ;
সে ত পুরাণের কথা, মৃত্যুঞ্জয় নিজে যথা,
স্কন্ধে ল'য়ে প্রাণহীনা সতী,
ছুটিল পাগল-পারা, ত্রিভুবন শোকে সারা—
মরণ পলাল দ্রুতগতি ।

নহি দেব—সামান্য মানব ;
মৃত্যুভয়ে সদা ভীত, মৃত্যুনামে নিয়মিত,
একমাত্র জীবন বিভব ।
ক্ষুদ্র জীবনের তরে কি না সহি অকাতরে—
মরণে করিতে পরাভব !

কভু ভাবি,—তাঁহারি জীবন
রয়েছে সৃজন ভরি', সৃজনে জীবন্ত করি',
বায়ু যথা ভরিয়া ভুবন !
অপ্রকাশ, স্বপ্রকাশ, ঘট-পট-শূন্যাকাশ—
আমাদেরি বিভ্রান্ত নয়ন ।

দেখিতেছি পাষাণে চেতনা,
শুনিতেছি ধাতু-মাঝে জীবন-স্পন্দন বাজে,
জীবন-চঞ্চল অণুকণা।
স্থাবর, জঙ্গম, জীব, জল, স্থল, শূন্য, দিব,
ধূলি, বালু—তাঁহারি ব্যঞ্জনা।

কভু দেখি,—মৃত্যু তুচ্ছ নয়।
ক্ষুদ্র শুক্তি, ক্ষুদ্র কীট— ধরিত্রীর পাদপীঠ ;
শম্বূকে প্রবালে দ্বীপোদয়।
কি গূঢ়-উদ্দেশ্য তরে মরিতেছি স্তরে স্তরে—
দিয়া আত্ম, করি বিশ্বজয় ?

সে আমার কোথা গেল চলি' ?
ছিল সত্য, ছিল স্থূল, হ'লো সূক্ষ্ম, হ'লো ভুল,
মনেরে বুঝাব এই বলি' ?
ব্যষ্টিতে সমষ্টি-ভাব ? ক্ষুদ্রত্বে মহত্ত্ব-লাভ ?
আবার যে রহস্য সকলি !

১১

সদ্যঃস্নাত জ্যেষ্ঠ পুত্র, মুণ্ডিত-মস্তক,
বসি' কুশাসনে ;
গলে উত্তরীয় বাস, পড়ে ঘন দীর্ঘশ্বাস,
পড়ে মন্ত্র গাঢ়-স্বরে, স্খলিত-বচনে।

কনিষ্ঠে লইয়া কোলে জ্যেষ্ঠা কন্যা বসি',
গলে বস্ত্র দিয়া ;
শুনে মন্ত্র একমনে, মুছে অশ্রু ক্ষণে ক্ষণে,
ক্ষণে ক্ষণে শূন্যপানে দেখিছে চাহিয়া।

গায়ে গায়ে আছে বসি' ক্ষুদ্র কন্যা দুটি,
মলিন-বদনে ;
কভু ধীরে অশ্রু ঝরে, কভু চায় পরস্পরে,
কভু দু' জনার চক্ষু মুছায় দু' জনে।

চঞ্চল অবোধ শিশু হ'তেছে চঞ্চল,
চারি দিকে চায় ;
সবাই কাঁদিছে কেন ? ভয়ে সে আড়ষ্ট যেন,
বারেক উঠিতে পেলে ছুটিয়া পলায়।

উজাড়ি' সমস্ত গৃহ আনিছেন মাতা,
কিসে স্বর্গ পায় !
কভু কাঁদি' উচ্চরোলে করেন আমারে কোলে,
বলেন কাঁদিয়া কভু,—'তীর্থে রেখে আয় !'

'যে জীবা—অনল-দগ্ধা', পড়ে পুরোহিত,
কণ্ঠ শোকাকুল।
তাহারি তৃপ্তির তরে দিতেছি যতন-ভরে
তৈজস, তণ্ডুল, শয্যা, বস্ত্র, ফল, ফুল।

কি অদেয় তারে আজ ! তেমনি হাসিয়া
সে কি লবে আর ?
সমস্ত জগৎ দিলে   যদি তার দেখা মিলে !
সমস্ত জীবন যদি চাহে একবার !

পিতা নাই, মাতা নাই, পতি পুত্র নাই,
অতি অসহায়—
সকল বন্ধন ছিঁড়ে   একাকিনী কোথা ফিরে'—
অনলে, অনিলে, শূন্যে, কোথায়—কোথায় !

কোথায় ক্ষরিছে মধু, কোথা বিশ্বদেব,
কোথা প্রেতপুরী !
আমি আজ ধরাতলে,   সভক্তি নয়ন-জলে,
মাগিতেছি মুক্তি তার, দুই কর জুড়ি' ।

১২

দাও শান্তিজল !

দাও—দাও, ঘুচে যাক্ যন্ত্রণা সকল।

সংসার—শ্মশান-ভূমি,

কোথা দেব, কোথা তুমি !

চিতাধূমে অন্ধ চক্ষু, দগ্ধ মর্ম্মস্থল।

নিরাশার হা-হুতাশে

কত কি যে মনে আসে !

কোথায় তোমার স্নেহ—অমৃত-শীতল !

করহ সংশয় দূর,

অশুভ অসত্য চূর,

দুর্ব্বল হৃদয়ে, দেব, দাও পূত বল !

দূর কর দুঃখ শোক,

জীবন সার্থক হোক্,

ধন-ধান্যে মধুময় কর ধরাতল !

কর বায়ু মধুগতি,
মধুময়ী স্রোতস্বতী,
মধুময় বনস্পতি, মধু ফুল ফল,
মধুময়ী নিশীথিনী,
মধুময়ী পয়স্বিনী,
মধুময় সূর্য্যালোক, মধু মেঘদল !

ঘুচে যাক্ হাহাকার,
গর্ব্ব, দর্প, অহঙ্কার,
অবিচার, অত্যাচার, স্বার্থ-কোলাহল।
ঘুচে যাক্ হিংসা দ্বেষ,
ব্যাধি জরা হোক্ শেষ,
দুরাশা, ভাবনা, ভয়, কপটতা, ছল।

ঘুচাও এ তমঃ ভ্রম,
মুছাও নয়ন মম,
ভূলোকে দ্যুলোকচ্ছায়া হউক উজ্জ্বল !
যেন মনে প্রাণে মানি,—
লইতেছ কোলে টা'নি',
তোমারি সন্তান আমি, হে চির-মঙ্গল !

শোক

১

উঠিছে ডুবিছে তারাগণ,
জন্মিছে মরিছে কত মেঘ,
আসিছে শ্বসিছে সমীরণ—
প্রাণহীন কিবা নিরুদ্বেগ !

তেজোহীন রবি দিন দিন,
মসীঘন শশীর গহ্বর,
বার্দ্ধক্যে প্রকৃতি শোভাহীন,
ধরা—শুষ্ক পতিত প্রান্তর।

মৃত প্রিয়া। মৃত্যু সর্ব্বভুক্,
মৃত্যুর নাহিক কালাকাল।
গেছে সুখ, নাহি ডরি দুখ,
জীবন ত সুধু ইন্দ্রজাল !

শূন্য—ওই শূন্য ছিন্ন করি',
ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসি ধাতায়,—
'শূন্য হস্তে আছ শূন্য ধরি',
সত্য সুখ দুখ কেন তায় ?

'সেই প্রেম—সে কি গো কুহক ?
এখনো নয়নে মনে ভাসে !
এই স্মৃতি—জীবন-শোষক,
এও কি শূন্যতা হ'তে আসে ?'

২

হে প্রিয়, ভাবিয়াছিলে,—হয়েছি কাতর
প্রিয়ার মরণে ;
তার কথা—দুটি কথা, কথা অবান্তর
কহিনু দু' জনে।

হয় ত একটি শ্বাস,—নহে দীর্ঘ স্পষ্ট,
ছিলে তুমি শুনি'।
বলেছিনু,—"বড় কষ্ট !—কি এমন কষ্ট ?"
কথা গুণি' গুণি'।

নহি শিশু, নহি নারী,—ছুটি দিশি দিশি
করিয়া ক্রন্দন ;
নহি নির্ব্বিকার-চিত্ত, জ্ঞানী, ভক্ত, ঋষি—
বিমুক্ত-বন্ধন।

এষা

এ দুঃখ বরেণ্য ভূমা—জীবনের সাথী,
মরণ-সম্বল,
অসহ্য, অপরিহার্য্য,—বক্ষে দিবারাতি
জ্বলে যজ্ঞানল !

ইষ্ট মন্ত্র কেহ যথা করে না প্রকাশ—
গুপ্ত অতিশয়,
নাহি রয় পবিত্রতা দৃঢ়তা বিশ্বাস,
সিদ্ধি নাহি হয় ;

ধরণী অন্তরে ধরে প্রচণ্ড অনল,
বক্ষে শষ্পভার ;
প্রকৃতির ধীর শ্বাস সুবাস-চঞ্চল,
প্রাণে হাহাকার ;

আকাশের ছায়া যথা সমুদ্র-হিয়ায়
রহে সদা পড়ি' ;—
তেমনি তাহার স্মৃতি বিবিধ মায়ায়
মনঃপ্রাণ ভরি' !

উড়ে পাখী, স্রোতে যথা ক্ষুদ্র ছায়া তার
নিমেষে মিলায় ;
অন্য সুখ দুঃখ আজ হৃদয়ে আমার
আশ্রয় না পায়।

এ নয় কল্পনা, তর্ক, কবিত্ব-বিচার,
নিমেষের ভাণ ;
হয়েছি উন্মত্ত কি না—দুঃখ ধারণার
নহে পরিমাণ।

চক্ষে স্বপ্ন কুহেলিকা, বক্ষে মরীচিকা,
মৃত্যুর তিমিরে—
নিঃশব্দে তাহার প্রীতি—দীপহীন-শিখা
ধূমাইছে ধীরে।

৩

দুস্তর প্রান্তর— নাহি যেন শেষ,
যত যাই—যত চাই।
নাহি তরু লতা, নাহি তৃণ গুল্ম,
ধরার সম্পর্ক নাই।

ক্রোধতপ্ত বায়ু ছুটিছে আক্রোশে,
উড়িতেছে ধূলারাশি ;
তাম্রতপ্ত রবি মধ্যাহ্ন-আকাশে
হাসিছে নিষ্ঠুর হাসি।

নিঃসঙ্গ একক শুষ্ক ভগ্ন তরু
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া ;
একমাত্র তার দীর্ঘ শীর্ণ বাহু—
শূন্যপানে বাড়াইয়া।

এষা

আসে না মধুপ, বসে না বিহগ,
আসে না পথিকজন ;
আকাশের তলে দাঁড়ায়ে একাকী,
গত-সুখ-নিদর্শন !

শরতে আর সে হয় না সরস,
বসন্তে ফুল না ধরে,
বরষায় তার ঝরে না নয়ন,
নিদাঘে নাহিক মরে।

আমি—আর আমি ? জীবিত না মৃত ?
জগৎ করিছে ধূ ধূ ;
এক তার আশা— দীর্ঘ শীর্ণ আশা—
শূন্যে চেয়ে আছে শুধু !

৪

জীবনে চাহি না কিছু আর,
সুধু তারে দেখি একবার,
একবার তার মুখখানি!
জ্বলুক্—যতই জ্বলে প্রাণ,
করিব না কোন অভিমান,
সুখী হ'ব, 'সুখে আছে' জানি'।

জীবনে সে পায় নাই সুখ,
দুখে কভু ভাবে নাই দুখ,
রোগে শোকে হয় নি চঞ্চল;
সরল অন্তরে, হাসিমুখে,
সকলি সহিয়াছিল বুকে;
কাঁদিলে যে হ'বে অমঙ্গল।

এষা

বলেছি অনেক রূঢ় কথা,
দিয়েছি অনেক বুকে ব্যথা,
সকলি সয়েছে ভালবাসি'।
অনাদরে ফাটিয়াছে বুক,
তবু ফুটে নাই কভু মুখ,
হাসিতে ঢেকেছে অশ্রুরাশি।

পায় নাই যতন আদর,
তবু—তবু ছিল কি সুন্দর!
ইঙ্গিতের বিলম্ব না সয়—
প্রাণের মমতা যত্ন দিয়া
সব দুখ দিত মুছাইয়া,
দিত পায় পাতিয়া হৃদয়।

সুখে দুখে ছিল চিরসাথী,
জগৎ-জুড়ানো জ্যোৎস্নারাতি!
জীবনের জীবন্ত-স্বপন!
আপনারে হারায়ে—হারায়ে
গিয়াছিল আমাতে জড়ায়ে,
প্রতিদিন-অভ্যাস মতন।

পড়ে' আছে নয়নে নয়ন—
অসঙ্কোচে করি আলাপন ;
দেহে দেহ, নাহিক লালসা ।
হৃদে হৃদি, প্রাণে প্রাণ হেন—
অতি স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব যেন !
এক আশা ভাবনা ভরসা ।

ছায়া সম ফিরি' নিরন্তর,
কখন দিত না অবসর
বুঝিতে সে প্রেমের মহিমা ;
মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি আজ,—
তার প্রতিদিবসের কাজ,
চলা, বলা, চাহনি, ভঙ্গিমা !

আহারে বসিলে, বসি' কাছে,
"খাও, নাও, কেন পড়ে আছে ?"
কত তৃপ্তি, কত ব্যাকুলতা !
নিশায় চরণ-সেবা করি',
নিদ্রায় আনিত বলে ধরি' ;
প্রভাতে চরণে অবনতা ।

যখন যা করেছি মনন—
আগেভাগে করি' আয়োজন,
অপেক্ষায় রহিত বসিয়া।
ক্ষুদ্র দুখ, তুচ্ছ অনটন—
যখনি হয়েছি অন্যমন,
অমনি চেয়েছে নিশ্বসিয়া।

রোগে জাগি দ্বিপ্রহর রাতে—
শিয়রে বসিয়া পাখা হাতে,
নাহি নিদ্রা, নিমেষ নয়নে।
স্বপ্নে যদি কভু কাঁদিয়াছি,
বলিয়াছে,—"এই কাছে আছি ;"
দেছে ঘর্ম্ম মুছায়ে যতনে।

ঘর দ্বার জগৎ সংসার,
সকলি—সকলি ছিল তার !
আমি নিত্য অতিথি নূতন :
দিলে পাই, নিলে তুষ্ট হই,
গৃহপানে কভু চেয়ে রই—
অনায়াস দিবস কেমন !

দিত মনে কি ধীর উল্লাস !
দিত প্রাণে কি দৃঢ় বিশ্বাস !
শোকে দুখে কি স্নিগ্ধ সান্ত্বনা !
কত শক্তি আপদে বিপদে !
কত শোভা গৌরবে সম্পদে !
ভুলে ভ্রমে নীরব মার্জ্জনা ।

আজ বুঝি—আমি অপরাধী,
মর্ম্মে মর্ম্মে তাই এত কাঁদি,
বহি নিজ পাপ-তুষানল ।
অহঙ্কারে রুদ্ধ করি' মন,
করেছিনু প্রেম-সংযমন,
খুঁজেছিনু ছলনা কেবল ।

বলি নি, বলিতে ছিল কত !
লুকাইতে ছিলাম বিব্রত,
ল'য়ে অভিমান রাশি রাশি ।
মন খুলে—প্রাণ খুলে তারে
বলি নাই কেন বারে বারে,—
'ভালবাসি—বড় ভালবাসি !'

শূন্যগৃহে বসে' আজ ভাবি—
করেছি প্রেমের সুধু দাবী !
সে দেছে সর্ব্বস্ব হাসিমুখে !
শূন্যপ্রাণে চেয়েছে কাতরে,
প্রেমবিন্দু দেই নি অধরে !
ম্লানমুখ চাপি নাই বুকে !

ল'য়ে তুচ্ছ বাদ-বিসংবাদ
ফুরাইল জীবনের সাধ !
অপ্রকাশ রহিল সকলি !
জীবনে সহজ ছিল যাহা,
মরণে দুর্ল্লভ আজ তাহা !
কে ক্ষমিবে ? সে গিয়াছে চলি'।

৫

নাহি সে উৎসাহ, আশা, কামনা, কল্পনা ;
আজ আমি মরণের ত্যক্ত আবর্জ্জনা।
শীতে যথা শুষ্ক সরঃ পড়িয়া নীরবে,
কুয়াসা-দুর্গন্ধ-ভরা গলিত-পল্লবে।
উবে গেছে সুখ শোভা সুরভি সুসার ;
রয়েছে শৈবাল পঙ্ক—যা নহে যাবার !

রাখিয়া গিয়াছে মোর কি দীন জীবন !
প্রভাত আনে না আর নব-জাগরণ ;
মধ্যাহ্নে পড়ে না আর সে শ্রম-নিশ্বাস ;
সায়াহ্নে আসে না আর আপনে বিশ্বাস।
আসে যায় দিনরাত, সেই অবসাদ—
মানে, জ্ঞানে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে নাহিক আস্বাদ।

ধরা জুড়ে পড়ে' আছে স্থধু সেই দিন,—
সে ফুল্ল উজ্জ্বল চক্ষু হ'তেছে মলিন!
চায়—চায়—তবু চায়, কি বলিতে চায়—
হৃদয়ের ভাষা তার অধরে মিলায়!
হাতে ধরি, বুকে পড়ি, মুখে রাখি কাণ;
শীতল নিস্পন্দ দেহ, মুদ্রিত নয়ান!

মরণ-কালিমা দেহে, তবু কি স্থষমা!
রাহুর কবলে যেন পূর্ণিমা-চন্দ্রমা!
কি মহিমা—কি ভঙ্গিমা—নির্ভয় হৃদয়,
এখনি জাগিবে যেন করি' মৃত্যু জয়!
কোথা তুমি—কোথা আজ, মৃত্যু-বিজয়িনী—
সর্ব্বার্থসাধিকে গৌরী শিবে নারায়ণী!

দিয়া তব রূপগুণ না হয় মরণে—
বাঁচিলে না কেন আর দু' দিন জীবনে!
স্থধুই বুঝায়ে গেলে,—কি ছিলে আমার!
জগতের সর্ব্বস্থখ, জীবনের সার!
না লইলে প্রেমপূজা—প্রেম-প্রতিদান,
না করিতে আবাহন, দেবী অন্তর্দ্ধান!

মনে হয়,—ছুটে যাই পিছে পিছে তব,
হউক না যত দুখ, সব দুখ স'ব।
এক দিন—কোন দিন—যদি কোন কালে,
চোখে চোখে দেখা হয় মেঘ-অন্তরালে !
বলিব না কোন কথা ; দুটি করে ধরি',
চেয়ে—চেয়ে মুখপানে র'ব বুকে মরি'।

৬

অজয়ে জিজ্ঞাসে দাসী,—"কোথা মা তোমার ?"

মুখপানে চেয়ে রয়,

মনে যেন হয়-হয় ;

"মা—মা—আমা(র) মা"—বলে বার বার।

যেন ক্রমে ক্রমে বোঝে,

আঁখি চারি দিকে খোঁজে,

ক্রমে ফুলে' ওঠে ঠোঁট, আঁখি ছল্ ছল্।

"গিয়েছে মামার বাড়ী ?"

সায় দেয় মাথা নাড়ি',

আঁচল ধরিয়া বলে,—"চ(ল্)—চ(ল্)—চ(ল্) !"

"কোথা যাবে ? অন্ধকার—"

মানা নাহি মানে আর,

লুটায়ে—লুটায়ে ভূমে কাঁদে অবিরল।

৭

গেছে নিশা! দুঃস্বপ্ন অনিদ্রা ল'য়ে তার।
হৃদয় বাঁচিল যেন ফেলিয়া নিশ্বাস!
সেই পরিচিত গৃহ—সম্মুখে আমার,
ঘুমাইছে শিশুগুলি, মুখে স্বপ্নহাস।

ঝরে বৃষ্টি গুঁড়ি গুঁড়ি, কভু বা ঝর্ঝরে;
ছিন্ন ভিন্ন লঘু মেঘ ভাসিছে আকাশে।
এখনো সুষুপ্ত গ্রাম—তরু-ছায়ান্তরে;
স্তব্ধ মাঠে শ্রান্তপদে শূন্য দিন আসে!

অদূরে নধর বট, দূরে ত্রস্ত শিবা,
খসিছে হরিদ্র পত্র সিক্ত মৃত্তিকায় ;
এলায়ে পড়েছে লতা, সঙ্কুচিয়া গ্রীবা
ভিজিছে বায়স দুটি বসিয়া শাখায়।

জনহীন গ্রাম্যপথ কর্দ্দমে পিচ্ছল ;
গলিত বনজ-গন্ধে বায়ু ওতপ্রোত।
অঙ্কুরিত ধান্যক্ষেত্রে 'কাণে কাণে' জল,
কোথা বা বুদ্বুদ উঠে, কোথা বহে স্রোত।

ক্ষীণা সরস্বতী আজ দুই কূল ভরি'
পড়ে' আছে গতিহীনা হরিত-বরণা ;
ভাসিছে শৈবাল-দাম, ক্ষুদ্র তালতরী ;
বংশ-সেতুপরে ক্রৌঞ্চী মুদ্রিত-নয়না।

তীর-রেণুবনে উঠে ভেক-কণ্ঠস্বর ;
ডাকিছে চাতক দূরে আসার-পিপাসী ;
সজল শ্যামল তৃণ, শ্যামল প্রান্তর ;
বৃতিপাশে শেফালিকা, মূলে পুষ্পরাশি।

ক্বচিৎ তড়িৎ-মুখে ম্লান হাসি লুটে ;
ক্বচিৎ বলাকা যায় নভঃতলে ভাসি' ;
ক্বচিৎ প্রভাত-আলো মেঘ ভেদি' ফুটে ;
ক্বচিৎ সমীর ছুটে গভীর নিশ্বাসি'।

সারা নিশা ঘুরিয়াছি কত গ্রহলোকে,
জন্মিয়াছি—মরিয়াছি কত শত বার !
কত শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—কত রোগে শোকে
খুঁজিয়াছি—মিলে নাই তবু দেখা তার !

৮

আবার দুঃস্বপ্ন সেই !—আবার পরাণ
জগতের দেহখানা জগতে ফেলিয়া
ছুটিতেছে ঊর্দ্ধমুখে—উল্কার সমান,
রাশি রাশি বায়ুরাশি দু' হাতে ঠেলিয়া।

স্পর্শনে—ঘর্ষণে বায়ু উঠে জ্বলি'—জ্বলি',
দাপটে—ঝাপটে মেঘ দূরে সরে' যায় ;
ছুটে আসে অন্ধকার উচ্ছ্বসি'—উচ্ছলি' ;
বিজলী অশনি শিলা পায়ে আছড়ায়।

হ'তেছে নিশ্বাস-রোধ—নাহি বহে বায়,
ঘুরে ঘুরে সরে' গেছে পদ হ'তে ধরা।
সম্মুখে অসহ্য সূর্য্য—ক্রুদ্ধনেত্রে চায়,
তরল প্রলয়-অগ্নি ক্ষতবক্ষে ভরা।

কত গ্রহ উপগ্রহ, বিচিত্র দর্শন,
ছ্ছুরিয়া বিবিধ বর্ণ ঘুরে নিরন্তর !
কোথাও দহন স্থধু, কোথাও বর্ষণ,
কোথা গিরি, কোথা মরু, কোথা বা সাগর !

কোথা আমি !—ল'য়ে ক্ষুদ্র গ্রহ-পরিবার
চক্রবালে ক্ষুদ্র রবি ধীরে অস্ত যায়।
এ কি সেই ছায়াপথ—সম্মুখে আমার !
পড়ে মোর দেহচ্ছায়া তারায় তারায়।

ঊর্দ্ধে—ক্রমে ঊর্দ্ধে—কোথা কিছু নাহি আর,
স্থধু করি অনুভব ঈষৎ কম্পন !
স্থধু শূন্য—চির শূন্য—অসীম—অপার !
আলোক-আঁধার-হীন স্তব্ধতা ভীষণ !

কোথা তুমি প্রাণাধিকা !—প্রতিধ্বনি ছুটে,
কি তুমুল কোলাহল, শূন্য শতখান !
কোথা ফুঁসে, কোথা দুলে, কোথা ধ্বসে, টুটে !
চমকি তরাসে—দেখি দিবা অবসান।

৯

আসে সন্ধ্যা, মুখে ল'য়ে দুরন্ত ঝটিকা,
রাশি রাশি শুষ্কপত্র ঘুরে উড়ে যায়।
ডুবিয়া গিয়াছে রবি, দুটি রশ্মি-শিখা
আছাড়িছে পূর্ব্বাকাশে মৃত্যু-যন্ত্রণায় !

তর্ তর্—থর্ থর্ উঠে মেঘরাশি ;
ছিন্ন ভিন্ন পিকদল নীড়মুখে ধায় ;
মড়্মড়ে অরণ্যানী কাতরে নিশ্বাসি' ;
ঊর্দ্ধপুচ্ছে গাভীকুল ছুটে গায় গায়।

ঝোপে-ঝাপে তরুতলে আঁধার ঘনায় ;
ঝিকিমিকি করে আলো নারিকেল-শিরে
হাঁকিছে—ডাকিছে সবে আপন জনায়,
ফুলিয়া—ফুসিয়া নদী আছাড়িছে তীরে।

ঝাপটে—দাপটে বায়ু ছাড়িছে হুঙ্কার,
ভাঙ্গে শাখা, পাড়ে চাল, তরু উপড়ায় ;
দেখিতে—দেখিতে ধরা মেঘে অন্ধকার,
তড়্‌তড় ঝরে বৃষ্টি মুষল-ধারায়।

উঠিতেছে চারি দিকে হাহাকার ধ্বনি,
মেঘ হ'তে মেঘান্তরে ঝলসে বিজলী ;
কড়্‌কড় মুহুর্মুহু গরজে অশনি ;
তরুশির, গৃহচূড়া উঠে ধূধূ জ্বলি'।

মনে হয়,—পাই যদি ওই বজ্রবল,
ধরারে গুঁড়ায়ে ফেলি ধূলার সমান !
ঘুচে যায় দুঃখ শোক ভাবনা সকল,
নাহি রহে বিশ্বে আর জন্মমৃত্যু-স্থান !

১০

প্রভাত প্রশান্ত স্থির ;
সম্মুখে বিহগ-নীড়,
বিহগী পড়িয়া তরুমূলে,
ঘোলা চোখ, কাদা-মাখা পাখা দুটা তুলে'।

অন্ধক শাবকগুলি,
জিহ্বা মেলি', মুখ তুলি',
নড়ে-চড়ে, চীৎকারে কাতরে—
প্রভাত-বায়ুর স্পর্শে, তরুর মর্ম্মরে।

হৃদয় কেমন করে—
শিশুগুলি মনে পড়ে !
আশঙ্কায় ঘরে ছুটে যাই,
চাপিয়া—চাপিয়া বুকে, মুখে চুমো খাই।

মরেছে তাহার দেহ,
মরে নি ত প্রেম-স্নেহ—
রেখে যেন গেছে সমুদয়!
সেই ক্ষুদ্র সুখ দুখ আশা তৃষা ভয়।

তারি হৃদি হৃদে ধরি'
তারি গৃহকার্য্য করি;
প্রতিকার্য্যে স্মরি অনুক্ষণ,
মরমে মরমে কাঁদি, মুছি দু' নয়ন।

সদা কাছে কাছে রই,
কত হাসি, কত কই,
রাখি চোখে চোখে, কোলে কোলে;
কি করিলে তার কথা, তার শোক ভোলে!

তেমনি পাতিয়া কোল
দিতেছি আদর-দোল—
কত সুরে করি গুন্‌গুন্!
দিন দিন আমি কত স্নেহে সুনিপুণ!

ভালবাসি বুক পূরে,
তবু—তারা দূরে দূরে!
প্রাণ ভরে' তেমন না হাসে,
ঘুমায়ে—ঘুমায়ে তারে খোঁজে আশে-পাশে!

বকাবকি ঘুষাঘুষি—
আমি যদি কভু রুষি,
এক জোটে সবে ওঠে কাঁদি'!
আমি শেষে অপরাধী—জনে জনে সাধি।

১১

সুপ্ত গ্রাম। দ্বিপ্রহরা অমা-নিশীথিনী,
দৃঢ় আলিঙ্গনে তার মূর্চ্ছিতা মেদিনী।
পথ ঘাট নদী মাঠ অরণ্য প্রান্তর
অভেদে মিশিয়া গেছে—কত দূরান্তর!
আলোকে ভূলোকে যেন ছিলাম হারায়ে,
আঁধারে আমারে পুনঃ পেতেছি কুড়ায়ে।
মৃদুগতি হৃৎপিণ্ড, শিথিল শরীর;
হৃদয় বাসনাহীন, উদাস, গম্ভীর।
জন্ম মৃত্যু, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কত মনে হয়,—
কি ভীষণ নরভাগ্য—চির-নিরাশ্রয়!
কাতর-অন্তরে ভয়ে ভাবি বারংবার,—
কোথা জীবনের শেষ—সমাপ্তি আমার!

বৃথা কূটবুদ্ধি, তর্ক, জ্ঞান-অভিমান !
কারণ-সাগরে সুপ্ত পুরুষ-প্রধান ;
জন্মিল সয়ম্ভূ-হৃদে সৃষ্টির কল্পনা,
কেমনে—কখন—কেন, হয় না ধারণা।
কল্পনার পরিণতি—জন্মিল শকতি,
নাহি জানি,—অন্ধ কিংবা সংবেদ-সংহতি।
সেই শকতির ক্রিয়া—এই ভূমণ্ডল,
দ্রষ্টা দৃশ্য উভ আমি—কর্ম্ম কর্ম্মফল।
অবরোহে জীব আমি, অধিরোহ-ক্রমে
লভিব ব্রহ্মত্ব শেষে—কত পরিশ্রমে !
নতুবা নিস্তার নাই, জন্মি' বারংবার
সহিতে হইবে মোরে নিজ অত্যাচার !

অদূরে ডাকিল শিবা, চমকিল হিয়া,
পুনঃ ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ উঠিল জাগিয়া।
বক্ষে বিশ্বশোষী তৃষা—আজন্ম যন্ত্রণা,
কেন গণ্ডূষের লাগি' কাতর প্রার্থনা ?
যে চক্ষে ডুবিছে বিশ্ব প্রলয়-তিমিরে,
কেন তারে রুদ্ধ করি ঘেরিয়া প্রাচীরে ?

হে সত্তা—হে পরমাত্মা! এস একবার,
তোমায় আমায় হোক্ সম্বন্ধ-বিচার।
ঘুচে যাক্ দেশ-কাল-পাত্রাপাত্র-ভেদ,
মিলনের সুখ শান্তি, বিরহের খেদ।
যাক্ ঘটিকার শঙ্কু চিরতরে থামি',
সৃষ্টি নাই—স্রষ্টা নাই, নাই তুমি—আমি!

১২

অপগত মেঘ-আবরণ ;
নির্ম্মল আকাশ আজি ; উজ্জ্বল তারকা-রাজি—
নির্নিমেষ হসিত-নয়ন।
শুভ্র সূক্ষ্ম মেঘগুলি হেথা-হোথা ওঠে দুলি'—
অমরীর চঞ্চল গুণ্ঠন।
দেবতারা মূর্ত্তি ধরি' নামিছে আকাশ ভরি' !
সৌরভে আকুল সমীরণ।
আমি এই ক্ষেত্র-তীরে, যুক্তকরে, নেত্রনীরে,
করি, দেবি, তোমায় বন্দন।

কর, মা গো, এ শোক মোচন !
মুছিয়া নয়ন-জলে হাসে ধরা ফুলে ফলে,
কাঁপে বুকে শ্যামল বসন।
পূজিতে ও রাঙ্গাপদ বিল-ভরা কোকনদ,
জবা-ভরা মালঞ্চ, অঙ্গন।

ঘরে ঘরে পুরাঙ্গনা দেছে দ্বারে আলিপনা,
পূর্ণকুম্ভ, পল্লব-প্রসূন।
পূজাগৃহে, গ্রাম মাঝে, বলির বাজনা বাজে,
মা মা ধ্বনি—শুভ সন্ধিক্ষণ !

মুহূর্ত্তেক—স্তম্ভিত ভুবন,
বসি' যেন যোগাসনে, অর্দ্ধ-নিদ্রা-জাগরণে,
হেরিছে তোমার পদার্পণ !
অর্দ্ধ-শশী অষ্টমীর, চিত্রে যেন আছে স্থির—
দিক্-প্রান্তে ছড়ায়ে কিরণ !
কি সম্ভ্রমে—কি আতঙ্কে— নতজানু ভূমি-অঙ্কে,
শিহরে সঘনে প্রাণ মন !
সে যেন গভীর শ্বাসে, ছায়া সম বসি' পাশে,
ম্লানমুখ উপবাসে,
গল-বস্ত্রে—আমা সনে যাচে শ্রীচরণ !

১৩

শোকাচ্ছন্ন, পুরীপ্রান্তে শান্তির আশায়
ধীরে পাদচারে একা ভ্রমি সিন্ধুতীরে ;
বিষণ্ণ সায়াহ্ন—দূর-দিগন্তে মিশায়,
ধরণী মলিনমুখী তরল তিমিরে।

সমীর অধীর কভু, কভু ধীর-শ্বাস ;
সরোষে আক্রোশে ঊর্ম্মি আক্রমিছে বেলা।
বিগত—বিশ্বাস ভ্রম সুখ দুঃখ ত্রাস ;
জীবনে মরণে আজ সম অবহেলা !

জমিছে পশ্চিমে তমঃ কুণ্ডলি'—কুণ্ডলি',
কাঁপিতেছে পূর্ব্বাকাশ—অপূর্ব্ব সুষমা !
বাজিছে মঙ্গল-শঙ্খ ; উচ্ছলি' উজ্জ্বলি'
উদ্ভাসি' বিচিত্র মেঘ, উদিছে চন্দ্রমা।

কল্ কল্ ছল্ ছল্ মত্ত অট্টহাস,
উদ্বেল উদ্দাম সিন্ধু পড়ে আছাড়িয়া।
কত আশা—কত ভাষা—কত অভিলাষ
আলোড়িয়া মর্ম্মস্থল উঠে ঘর্ঘরিয়া!

কি নীলিমা—কি অসীমা—ভঙ্গিমা হৃদয়ে!
মহিমায়—গরিমায় ভীষণ মহান্!
বিমূঢ়—আনন্দে ভয়ে, সৌন্দর্য্যে বিস্ময়ে—
কি তুচ্ছ মানব-দুঃখ-গর্ব্ব-অভিমান!

তরঙ্গে তরঙ্গে ছন্দ—শব্দ-আবর্ত্তন,
নাহি মাত্রা, নাহি যতি, অতৃপ্তি-বিহ্বল!
অনন্ত দুরন্ত বক্ষে অব্যক্ত ক্রন্দন—
ছন্দহীন শব্দহীন স্পন্দন কেবল!

দূর গিরি—মেঘ সম মেঘে গেছে মিশি';
বায়ুর হিল্লোল মিশে সাগর-কল্লোলে।
চন্দ্রালোকে সুপ্ত ধরা, স্তব্ধ দশ দিশি;
একা সিন্ধু—ক্ষুব্ধ দৈত্য, গর্জ্জে দৃপ্ত রোলে।

আকুলিয়া ক্ষণে ক্ষণে—সর্ব্ব মনঃপ্রাণ
আসিছে নয়ন-অগ্রে, ভাষা না কুলায় !
ওই সাগরের যেন আজীবন-গান
আছাড়িয়া পড়ি’ কূলে নিমেষে মিলায় !

দীপিছে কম্পিত আলো দূর-স্তম্ভচূড়ে ;
উড়িছে তির্য্যক্-গতি সাগর-কপোত,—
এই জলে, এই স্থলে, এই কাছে—দূরে,
যেন শুভ্র চন্দ্রকণা স্রোতে ওতপ্রোত ।

পুলকে ঝলকে প্রান্ত, শ্লথ নিদ্রালসে,
শুভ্র, নবনীল অভ্র স্তরে স্তরে পড়ি’ ।
ক্বচিৎ তড়িৎ-ক্ষীণ ঈষৎ উল্লসে ;
কালো মেঘে আলো দিয়া শশী যায় সরি’ ।

নীল—সুগভীর নীল—ফেনিল সাগর
তীরে রাখি’ ফেনরেখা সরে ধীরে ধীরে ।
ভাবিতেছি,—ইতি নেতি, জন্ম জন্মান্তর—
ধূসর দিগন্ত ধীরে মিলায় তিমিরে ।

আমি কি তোমারি ক্রিয়া, হে অন্ধ প্রকৃতি !
মুহূর্ত্ত-বিকার-মাত্র—ওই ঊর্ম্মি-প্রায়—
ল'য়ে ক্ষণ-সুখ-দুঃখ-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভীতি,
ফুটিয়াছি বিশ্বমাঝে অতি অসহায় !

বৃথা এই জন্মমৃত্যু, বৃথা এ জীবন !
অদৃষ্টের ক্রীড়নক, সৃজনের ত্রুটী !
বিধাতার কোন্ ইচ্ছা করি সম্পূরণ
বাসনায় উচ্ছ্বসিয়া, নিরাশায় টুটি' !

আলোকে আঁধারে দ্বন্দ্ব পূরব-সীমায়—
নবীন জীবনে যেন জাগিছে জগতী !
জাগিছে ধূসর সিন্ধু নব-নীলিমায়,
সুদূর মন্দিরে বাজে মঙ্গল-আরতি।

হে ধর্ম্ম ! হে দারুব্রহ্ম ! কেন কর্ম্মভূমে
জীবের অবোধগম্য মৃত্যু-পরিণাম ?
লোক হ'তে লোকান্তরে কামনার ধূমে
ছুটিছে কি ক্ষুব্ধ আত্মা—লুব্ধ অবিশ্রাম ?

এ নিত্য অদৃষ্ট-যুদ্ধে—নিত্য পরাজয়ে
 গড়িতেছি স্বর্গরাজ্য—ভবিষ্য কল্পনা ;
সে কি, নাথ, দেবশূন্য ভগ্ন দেবালয়ে
 মুমূর্ষু প্রদীপ-শিখা—বিফল বেদনা ?

দিন দিন এই সিন্ধু করে প্রাণপণ,
 তবু ত বিস্তীর্ণ তীর দেয় ক্রমে ছাড়ি'।
অস্থির বাসনা হ'তে, হে বিশ্ব-শরণ,
 তেমনি কি দৃঢ় কূলে লহ মোরে কাড়ি' ?

যায়, দিন যায়।
সে সুঠাম অভিরাম যৌবন কোথায়!
ক্রমে দৃষ্টি বিমলিন,
কেশ শুভ্র দিন দিন,
শোণিত উত্তাপ-হীন, বক্র ঋজু-কায়!
হে বসন্ত, বর্ষে বর্ষে
ধরারে সাজাও হর্ষে,
দিয়া নব পত্র পুষ্প, মৃদু মন্দ বায়!
সেই প্রেমে, সেই স্নেহে,
এস, এই জীর্ণ দেহে,
সে বিচিত্র বর্ণে গন্ধে ছন্দে সুষমায়!
যায়, দিন যায়।

যায়, দিন যায়।
সে নির্ম্মল সুকোমল হৃদয় কোথায়!
খুঁজে খুঁজে নিজ হিত,—
দিন দিন সঙ্কুচিত,
দিন দিন কলঙ্কিত স্বার্থ-তাড়নায়।

হে কবিত্ব, এস ঘুরে
এ বার্দ্ধক্য ভেঙ্গে-চুরে,—
শত গানে, শত সুরে, শত কল্পনায়!
ঘুচে যাক্ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব,
ঘুচে যাক্ ভাল-মন্দ,
ঘুচে যাক্ জন্ম-মৃত্যু—প্রেম-মহিমায়!
যায়, দিন যায়।

যায়, দিন যায়।
সে ফুল ফোটে না আর—যে ফুল শুকায়!
কালস্রোত নাহি ফিরে,
পলি-রেখা পড়ে তীরে;
শুষ্ক পত্র ধীরে ধীরে মিশে মৃত্তিকায়!
কেন বসন্তের পরে
ডাকে পিক ভগ্নস্বরে,—
নাহি মিলে গানে সুরে তানে মূর্চ্ছনায়!
ভালবেসে ছিল এসে,
দেখি নাই ভালবেসে—
আজি জীবনের শেষে ভাবিতেছি তায়!
যায়, দিন যায়।

১৫

ওই বহ্নি—ওই ধূম—ওই অন্ধকার—
বিগত জীবন-স্বপ্ন, কিছু নাই আর !

জীবন-প্রথম হ'তে ওই পথে ধাই—
কাহারো চরণ-চিহ্ন কূলে পড়ে নাই।

কি ঘন-জলদে ঢাকা মৃত্যু-পরপার—
বায়ু না আনিতে পারে দূর-সমাচার !

তপন-কিরণে যায় সর্ব্ব বিশ্ব দেখা,
কোথা চির-মিলনের উপকূল-রেখা !

দুর্ভেদ্য দুস্তর শূন্য, ক্ষুদ্র দৃষ্টি নর,
ওই বহ্নি—ওই ধূম—কিবা তার পর ?

১৬

শিশু আজ সন্ধ্যাবেলা দিবে না পড়িতে ;
ল'বে এই বই-খানা,
কিছুতে মানে না মানা,
কোনমতে পাতাগুলা হইবে ছিঁড়িতে।
ছেঁড়া বই, ছেঁড়া পাঁজি—
কিছুতে সে নহে রাজি,
হাঁড়ি, সরা, হাতী, ঘোড়া—চাই না তাহার ;
ছবি তাস বাঁশী ঢোল—
তবু সেই গণ্ডগোল,
অবশেষে ঘা-কতক দিলাম প্রহার।

কাঁদিতে কাঁদিতে দুষ্ট ঘুমাল এখন।
এবার নিশ্চিন্ত বেশ,
বই-খানা করি শেষ—
দিনে দিনে হইতেছে আদুরে কেমন !

প্রতিদিন মনে হয়,—
এত স্নেহ ভাল নয়,
অনিত্য মায়ায় মজি' ভুলি নিত্য কাজ।
"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে—"
অক্ষর পড়িছে নেত্রে,
বুঝিতে পারি না অর্থ, থাক্ তবে আজ।

নিঃশব্দে চুম্বিয়া—দিনু মুছিয়া নয়ান।
ম্লান জ্যোৎস্না মুখে লোটে,
ঈষৎ বিভিন্ন ঠোঁটে
এখনো কাঁপিছে যেন ক্ষুব্ধ অভিমান!
ভিজা-ভিজা আঁখি-পাতা,
নেতিয়ে পড়েছে মাথা,
শ্বসিছে নিঃশ্বাসে কত অব্যক্ত বেদনা!
তুলিলাম বুকে করি',
নয়নে রয়েছে ভরি'—
তার মৃত জননীর বিস্মৃত প্রার্থনা!

১৭

এখনো কাঁপিছে তরু, মনে নাহি পড়ে ঠিক,—
এসেছিল—বসেছিল—ডেকেছিল হেথা পিক!
এখনো কাঁপিছে নদ, ভাবিতেছে বার বার,—
ঢলিয়া কি পড়েছিল মেঘখানি বুকে তার!

এখনো শ্বসিছে বায়ু, মনে যেন হয়-হয়,—
ছিল তরু-লতা-কুঞ্জ-তৃণ-গুল্ম ফুলময়!
এখনো ভাবিছে ধরা, নহে বহুদিন-কথা,—
আকাশে নীলিমা ছিল, ভূমিতলে শ্যামলতা!

এ রুদ্ধ কুটীরে মোর এসেছিল কোন্ জনা?
এখনো আঁধারে যেন ভাসে তার রূপ-কণা!
মূরছিয়া পড়ে দেহ, আকুলিয়া উঠে মন,—
শয়নে তৈজসে বাসে কাঁপে তার পরশন!

এষা

এসেছিল কত সাধে, মনে যেন পড়ে-পড়ে,
পূরে নাই সাধ তার, ফিরে গেছে অনাদরে !
কাতর-নয়নে চেয়ে—কোথা গেল নাহি জানি,—
মরুর উপর দিয়া নব-নীল মেঘখানি !

কি ভাবিছে আমারে সে, কোথা বসে' অভিমানে !
আগে কেন বুঝি নাই,—সে-ও ব্যথা দিতে জানে !
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ঘুম, কেন গো স্বপন আর—
কুয়াসা-আঁধার ভাবে শারদ পূর্ণিমা তার !

১৮

গোলাপের দলে দলে পড়িয়াছে হিম-রাশি,
আদরে দুলায় শাখা প্রভাত-পবন আসি' ;
ঝরিতেছে হিম-ভার,
সরিতেছে অন্ধকার ;
পাণ্ডুর অধরে তার ফুটিছে রক্তিম হাসি।

ওগো, তুমি এস—এস, শ্বসিয়া সে প্রেম-শ্বাস !
কত দিন আছি বেঁচে—ক্রমে হয় অবিশ্বাস !
এস, মৃত্যু-দ্বার ভাঙ্গি'—
আকাশ উঠুক্ রাঙ্গি',
পড়ুক্ হৃদয়ে মোর তোমার হৃদয়াভাস !

আবার দাঁড়াও, দেবী, দৃষ্টি-মুগ্ধ করি' হিয়া,
নারীসম ভালবেসে সুখে দুখে আলিঙ্গিয়া !
কৈশোর-কল্পনা সম
জড়ায়ে জীবন মম,
আধ-স্বপ্ন-জাগরণে—জগতে আড়াল দিয়া !

১৯

তরল-আলোকে গেছে আকাশ ভরিয়া।
সাদা সাদা মেঘগুলি
ভেসে যায় হেলি' দুলি';
সুবাস-শীতল বায়ু বহে শিহরিয়া।
কোথা সাড়া-শব্দ নাই,
সুধু শুনিবারে পাই,—
পুট্ পুট্ পাকা পাতা পড়িছে ঝরিয়া।

নিজমনে পড়ে আছে নিস্তব্ধ ধরণী ;
গাছে পাতে ফলে ফুলে
নিটোল শিশির দুলে,
তৃণ'পরে দেছে পাতি' শুভ্র আচ্ছাদনী।
শির'পরে ক্ষুদ্রকায়
পিক এক উড়ে যায়,
অতি স্পষ্ট শুনা যায় তার পক্ষধ্বনি।

এখনো পড়ে নি আলো শাখায় শাখায়।
ফুলে ফুলে ঘুরে' ঘুরে'
প্রজাপতি যায় উড়ে,
চমকে স্ববর্ণ-আলো হরিদ্র পাখায়।
আলো-ছায়া-কুয়াসায়
দূর-গ্রাম নিদ্রা যায়,
মন্দিরের চূড়া-চক্রে রশ্মি চমকায়।

অদূরে বহিছে নদী—সরিছে জুয়ার ;
নিঃশব্দে প্রবাহ সরে,
সিক্ততটে রেখা পড়ে,
চরবালুকায় নড়ে আলোক-আঁধার।

দূরে ছোট ডিঙ্গি বেয়ে
জেলে যায় সারি গেয়ে,
পশিতেছে কাণে সুধু তীক্ষ্ণ কণ্ঠ তার।

তরু-শিরে নবপত্রে কিরণ দোদুল।
দূর মাঠে দেখা দিছে
গো-পাল, রাখাল পিছে;
কুম্ভ-কক্ষে যায় বধূ, নয়ন চটুল।
ক্রমে সূর্য্য জ্বল্-জ্বল্—
পথে ঘাটে কোলাহল;
চমকি' উঠিল মন—ভেঙ্গে গেল ভুল!

২০

প্রকৃতি—জননী—জননী!
করিয়া তোমার স্তন-সুধা-পান
পরাণে জাগিছে নূতন পরাণ!
নূতন শোণিত, নূতন নয়ান,
নূতন মধুর ধরণী!

কি গভীর সুখ তোমাতে!
উদার পরাণ—নাহি পর কেহ,
উথলি' উছলি' বহিছে কি স্নেহ!
বিলায়ে ছড়ায়ে আপনারে দেহ—
কত কুড়াইব দু' হাতে!

কি মধুর গন্ধ বাতাসে !
নিশা সর্-সর্, বন মর্-মর্,
কাঁপিয়া ঝাঁপিয়া বহিছে নির্ঝর,
গ্রামে—গ্রামে—গ্রামে ওঠে কুহুস্বর,
স্বপনের স্তর আকাশে !

দেহ মনঃ প্রাণ শিহরে !
তরল আঁধার চিরি'—চিরি'—চিরি'
ঊষার আলোক ফুটে ধীরি—ধীরি !
স্থির মেঘচ্ছবি—হিমালয়-গিরি,
রজতের রেখা শিখরে !

নয়ন আর যে ফিরে না !
ভুলে গেছে মন—আপনার কথা,
আপনার দুখ, আপনার ব্যথা ;
প্রাণ পায় যেন প্রাণের বারতা,
বুকে যে স্বপন ধরে না !

জলে ওঠে আঁখি ভরিয়া।
দেহে মিলে দেহ—পড়ে না নিঃশ্বাস,
প্রাণে মিলে প্রাণ—মিটে না পিয়াস,
প্রেমে মিলে প্রেম, সুখে—দুখ-ত্রাস,
সে কি এল পুনঃ ফিরিয়া!

মিটে না—মিটে না পিপাসা!
ম্লান শশিকলা শ্বেত মেঘে পড়ি'—
তরুণ অরুণে কি রাঙ্গিমা মরি!
গিরি-শির হ'তে পড়ে ঝরি' ঝরি'
তরল অলস কুয়াসা!

দুলিছে দ্যুলোক আলোকে!
জ্বল্-জ্বল্ জ্বলে ধবল শিখরী,
কতনা অমরা লুকান' ভিতরি!
কতনা অমর—কতনা অমরী
ধরা পানে চায় পুলকে!

কি মধুর ধরা, আ মরি !
দূরে—দূরে গৃহ, চিত্রে যেন লিখা,
চূড়ায় চূড়ায় উঠে ধূম-শিখা ;
ফুলভূমে নাচে বালক বালিকা,
তৃণভূমে চরে চমরী।

গগনে কি মেঘ-কাহিনী !
বন-ছায়-ছায় উছলায় ঝরা,
তরু-লতা-গুল্ম ফলে ফুলে ভরা,
স্বর্ণ-শীর্ষ ক্ষেত্র—
দেছ যবে ধরা
আর ছাড়িব না, জননী !

২১

আবার এসেছি আমি তোমার নিকটে,
হে অসীম, হে অপার!
কি নীলিমা— কি বিস্তার—
কি সুন্দর—কি মহান্—উদ্বেগে দাপটে!
কি অস্থির সংক্রমণ!
কি গভীর আলোড়ন!
বিস্মিত—স্তম্ভিত আমি দাঁড়াইয়া তটে।

নাহি দিবা-রাত্রি-জ্ঞান,
অস্তমিত বিবস্বান্,
তুমি মত্ত আপনার প্রলয়-নর্ত্তনে!
তরঙ্গ আছাড়ি' তীরে
কাতরে কাঁদিয়া ফিরে;
ক্ষুব্ধ বায়ু হাহা করে নিষ্ফল গর্জ্জনে।

উচ্ছ্বসিয়া—উল্লঙ্ঘিয়া,
সহস্র তরঙ্গ নিয়া,
সহস্র বাসুকি-ফণা ঘর্ঘর নির্ঘোষে—
বক্ত্রে ফেন রাশি রাশি,
কি বিকট অট্ট হাসি!
ধরারে ফেলিবে গ্রাসি' আহত সংরোষে!

এইখানে ধরা শেষ—
ধরার সংঘর্ষ-ক্লেশ,
জীবনে মরণে সন্ধি—লুপ্ত আত্মপর!
কম্পিত ভঙ্গুর তট,
মহাকাশ সন্নিকট,
সাগরে জলদ-বিম্ব—জলদে সাগর!

এই চির হাহা-রবে—
যেন আমি একা ভবে
হেরি মূল-প্রকৃতির হৃদয়-স্পন্দন!
পলকে পলকে হয়
কতনা উত্থান লয়—
কত অনির্দ্দেশ আশা, অস্ফুট স্বপন!

এষা

ওই দূর চক্রবালে—

রহস্যের অন্তরালে

আভাসে প্রকাশ পায়—সে আদি-কিরণ!

কোথা—তুমি বিশ্বস্বামী!

কোথা—ক্ষুদ্র তুচ্ছ আমি!

কত তুচ্ছ—সুখ দুঃখ, জীবন মরণ!

সান্ত্বনা

১

সে সময়ে দিও দেখা !

নয়নে যখন ঘনাবে মরণ,

ধরণী হইবে ধূসর-বরণ ;

নয়নের তলে অতীত জীবন

স্বপনের সম লেখা !

পড়ে শ্বেতজাল শিব-নেত্র 'পর,

শিথিল শরীর, হিম পদ কর,

আনাভি নিঃশ্বাস, কঠোর ঘর্ঘর—

সে সময়ে দিও দেখা !

পলাই —পলাই ভাঙ্গি' দেহ-কারা,
আছাড়ে হৃদয় উন্মদ পারা,
ডাকে পরিজন নাহি পায় সাড়া—
গভীর নিশুতি যাম।
ভয়ে ভীত প্রাণ কাঁদিয়া কাতরে
শিরা উপশিরা আঁকড়িয়া ধরে ;
দীপ নিবে নিবে, সময় না নড়ে,
সবে করে হরিনাম।

অতি নিরুপায়, কোথা ছিল পড়ি'—
আজীবন-স্মৃতি আসে হাহা করি' !
প্রতি দিনে দিনে রহিয়াছে ভরি'
কি গাঢ় কলঙ্ক-দাগ !
নিজ পাপে তাপে অদৃষ্ট গড়িয়া
দেহ হ'তে আমি যাই বাহিরিয়া—
সে সময়ে কাছে দাঁড়াবে কি, প্রিয়া,
ল'য়ে চির-অনুরাগ ?

২

সতী,

মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি !

তুমি যাহে দেছ পদ—

সে যে ফুল্ল কোকনদ !

সে নহে শ্মশান-চুল্লী—ভীষণ-মূরতি।

মৃত্যু যদি নাহি হয়

প্রেম হ'তে মধুময়,

দিবেন কন্যারে মৃত্যু কেন বিশ্বপতি ?

তুমি চোখে মুখে হেসে,

উড়ায়ে আঁচলে কেশে,

চলে গেলে নিজ দেশে অতি হৃষ্ট-মতি !

মানিলে না কোন মানা,

আমি কেন ভাবি নানা ?

চায় না দেখিতে বাপে কোন্ স্নেহবতী ?

কোন্ দিকে, কোন্ পথে—
চড়িয়া পুষ্পক-রথে
কখন চলিয়া গেলে তুমি দ্রুতগতি !
চিতাধূম-অন্ধকারে,
বিষম শোকাশ্রু-ভারে,
তখন দেখি নি চেয়ে, ছিনু ছন্নমতি।

আজ—দেখি, মুছি' অশ্রুভারে,
তোমারে বরিয়া দ্বারে
ল'য়ে যান্ আগুসারে দেবী অরুন্ধতী !
দেববালা বেছে বেছে,
চরণে বিছায়ে দেছে,
মল্লিকা যূথিকা বেলা শেফালি মালতী।

আঁচলে নয়ন মুছে
মাতৃলোক কত পুছে—
কতনা তারকা-দীপে করিছে আরতি
অপ্সরী কিন্নরী কত
চামর-ব্যজনে রত,
অমর অমরী কত করে স্তুতিনতি !

কমলা করুণা-ভরে
স্বর্ণ-ঝাঁপি দেন করে,
আদরে নয়ন দুটি মুছান ভারতী !
সম্ভ্রমে পরান' শচী
পারিজাত-মালা রচি',
সীমন্তে সিন্দূর-বিন্দু পরান' পার্ব্বতী !

শুভ সমারোহ হেন,
তবু যেন—তবু যেন—
তোমার সপ্রেম-দৃষ্টি খুঁজিছে জগতী !
আমি—রোগে দুখে শোকে,
গোধূলির ক্ষীণালোকে,
কর-যোড়ে করিতেছি মরণে মিনতি।

৩

হে মরণ, ধন্য তুমি! না বুঝে তোমায়
বৃথা নিন্দা করে লোকে ;
জগতে—তুমি ত শোকে
অমর করিছ প্রেমে দেব-মহিমায়!
আজি মোর প্রিয়তমা
তব করে বিশ্বরমা—
ভাসিছে ইন্দিরা-সমা সৃষ্টি-নীলিমায়!
কিবা বর্ণ, কিবা গন্ধ,
কিবা সুর, কিবা ছন্দ!
জগৎ হতেছে অন্ধ প্রতি ভঙ্গিমায়!

নাহি কায়া, নহে জায়া,
নাহি সে সম্পর্ক-ছায়া—
জাগে সুধু প্রেম-মায়া স্মৃতি-সুষমায় !
অতীত ঘটনা তুচ্ছ—
আজি কি পবিত্র উচ্চ !
গত-স্বপ্ন কি বিচিত্র মৃত্যু-অসীমায় !
কত স্বস্তি অনুপম
ঘুচায় বিরহ-ভ্রম !
কত স্বর্গ-পরিক্রম প্রতি লহমায় !
ধরার ঐশ্বর্য্য-আশে
আর না হৃদয় শ্বাসে,
সহি দুঃখ অনায়াসে প্রেম-গরিমায়।

৪

গৃহ চূড়ে নর যথা সোপান বাহিয়া
উঠে ধীরে ধীরে,
এ জগতে নিরন্তর বাহি' শোক-দুখ-স্তর
উঠে কি মানব-আত্মা তোমার মন্দিরে ?

পদে পদে পরাজয়—অতি অসহায়,
অদৃষ্ট নির্ম্মম ;
এই অশ্রু, এই শ্বাস করে কি জড়তা-নাশ ?
দেয় কি নবীন আশ, নবীন উদ্যম ?

এই যে পশুর সম সতত অস্থির
প্রকৃতি-তাড়নে ;
এ মোহ-কলঙ্ক-লিখা— তোমারি কি হোমশিখা,
দাহিয়া নীচতা দৈন্য উঠিছে গগনে ?

এই দর্প, অহঙ্কার, কু-চক্র, কু-আশা—
এ কি আরাধনা ?
এই কাম, এই ক্রোধ, দিতেছে কি আত্মবোধ ?
লোভে ক্ষোভে হ'তেছে কি তোমার ধারণা ?

জগৎ-ভিতর দিয়া জগতের জীব
বুঝে কি তোমায় ?
এই পড়ে, এই উঠে, এই হাহাকারে ছুটে—
পাপে অনুতাপে লভে দেব-মহিমায় ?

প্রবীণ জনক যথা শিশু-ক্রীড়া হেরি'
হাসিয়া আকুল—
অমনি কি দেহ-শেষে আমিও উঠিব হেসে
স্মরি' নর-জনমের সুখ-দুখ-ভুল ?

জগতের পাপ তাপ জগতেই শেষ—
কহ, দয়াময় !
উঠিয়া পর্ব্বত-চূড়ে, ধরাতলে হেরি' দূরে—
পথের ত দুখক্লেশ—ভ্রম মনে হয় !

৫

ধর মোর কর !
সুখে দুখে লোভে অহঙ্কারে
যদি, দেব, ভুলিয়া তোমারে
যাই দূরান্তর !
রোগে শোকে দারিদ্র্যে সন্দেহে,
ভুলি' যদি তব পুত্র-স্নেহে
হই স্বতন্তর :
ধর মোর কর !

ধর মোর কর !
দেহ মন অস্থির সতত,
গড়িতে ভাঙ্গিতে চায় কত
বিশ্ব-চরাচর !
বার বার পড়ি—উঠি—ছুটি,
কত চাই—কত তুলি মুঠি—
অতৃপ্তি-কাতর !
ধর মোর কর !

ধর মোর কর!
অবসন্ন দেহ মন আজ,
অসমাপ্ত জীবনের কাজ!
মৃত্যু-শয্যা 'পর—
শূন্য দৃষ্টি, শীর্ণ বাহু তুলি'
কারে খুঁজি আকুলি' ব্যাকুলি'!
হে চির-নির্ভর,
ধর দুটি কর!

৬

কি স্বপন সুমধুর !
দূর—দূর—অতি দূর—
বৈকুণ্ঠের উপকণ্ঠে স্বর্ণ-অলিন্দায়
দিয়া ভর, একাকিনী
দাঁড়াইয়া বিষাদিনী !
হেরিছে কাতর-নেত্রে ধরিত্রী কোথায় !

নীলবাসে দেহ ঢাকা,
মেঘে ঢাকা শশী রাকা,
ঝলকে ঝলকে কিবা আভা উছলায় !
সবৃন্ত মন্দার দুটি
বাম করে আছে ফুটি',
সোনার আঁচল লুটি' পড়ে রাঙ্গা পায় ।

এলোকেশ বায়ুভরে
মুখে চোখে এসে পড়ে,
নত-মাথা কল্পলতা পড়ে ঢুলে গায়।
সন্ধ্যায় নলিনী মত
মুখখানি অবনত,
কাঁপে হিয়া দুরু-দুরু আশা-নিরাশায়।

নিম্নে হিল্লোলিত ব্যোম,
কত সূর্য্য, কত সোম,
কত গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিয়া বেড়ায়।
কোথা ধরা ? ধরা 'পর
কোথা তার ক্ষুদ্র ঘর ?
চলে না নয়ন আর—জলে ভেসে যায়।

আঁচলে মুছিয়া আঁখি,
করেতে কপোল রাখি',
আবার আগ্রহে কত চায়—চায়—চায়!
ওই না কন্দুক প্রায়
সে ধরণী দেখা যায় :
ওই না পূর্ণিমা-চাঁদ রৌপ্য রেণু প্রায়!

পড়ি' ওই সেতুবৎ
তারকিত ছায়াপথ,
অবিশ্রাম মুক্ত-আত্মা আসে যায় তায়।
অতি পরিচিত স্বরে
কেহ ডাকে সমাদরে,
কেহ স্নেহে এসে পাশে নীরবে দাঁড়ায়।

ছল্-ছল্ দু' নয়ানে
সে চায় সবার পানে,
কি ব্যথা বাজিছে প্রাণে—কে বলিবে তায়!
পড়ে শ্বাস গাঢ়তর,
দুখে লাজে জড়সড়,
কাঁপে ম্লান বিম্বাধর—কথা না জুয়ায়।

[নহে শরতের বৃষ্টি,
এ যে গো তাহার দৃষ্টি—
কাঁপিছে অশ্রুর পিছে আশার কিরণ!
কি দীর্ঘ আমার প্রাণ—
কবে হবে অবসান!
যায় দিন—যুগ সম, আসে না মরণ!]

সূর্য্য নয়, চন্দ্র নয়—
গোলোক আলোকময়
বিষ্ণুর প্রশান্ত স্নিগ্ধ নেত্র-নীলিমায়।
নহে মধু-ফুলবাস—
কমলার ধীর শ্বাস
বহিছে কি প্রেমানন্দে প্রেম-গরিমায়!

নীল মেঘ নিরুপম
চেয়ে আছে স্বপ্ন সম,
চপলা চেতনা-সম কভু শিহরায়!
স্বর্ণগৃহ-চূড়ে-চূড়ে
নব ইন্দ্রধনু স্ফুরে,
ময়ূর ময়ূরী নাচে মণি-প্রস্তরায়।

কল্পতরু সারি সারি,
আলবালে কাঁপে বারি,
হরিণী অলস-আঁখি শীতল ছায়ায়;
পারিজাতে সুধাগন্ধ,
আনন্দে ভ্রমরী অন্ধ,
শাখায় শাখায় পিক মৃদু কুহরায়।

শূন্যে বাজে বীণা বেণু,
শষ্পভূমে কামধেনু,
ধূধূ উড়ে স্বর্ণরেণু বিরজা-বেলায়।
দীর্ঘ নেত্র, দীর্ঘ ভুরু,
ক্ষীণ কটি, শ্রোণী গুরু,
দুলিছে তরুণী কত লতার দোলায়।

কত সুকুমার শিশু,
ফুল্ল পারিজাত-ইষু,
হেলে দুলে হেসে গেয়ে নাচিয়া বেড়ায়;
কত যুবা, কত বৃদ্ধ,
কত ঋষি, কত সিদ্ধ
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া রজঃ আনন্দে গড়ায়।

[এ নহে প্রভাত-বায়,
এ যে বুক ভেঙ্গে যায়—
কাতর নিঃশ্বাস তার, ব্যাকুল অন্তর!
আমি চিরদিন জানি—
সে যে বড় অভিমানী!
সহিতে পারে না কভু প্রেমে অনাদর!]

কি মহান্—কি গম্ভীর—
প্রলয়-জলধি স্থির—
বিরাজে সর্ব্বতোভদ্র রুদ্র মহিমায় !
কি বন্ধুর—কি সরল,
কি কঠোর—কি কোমল,
পৌরুষে বিস্ময় ভয়, মোহ সুষমায় !

উত্তুঙ্গ শিখর-চূড়ে
গরুড়-কেতন উড়ে ;
নবগ্রহ নবদ্বারে গোপুর-মাথায় ।
গায়ে ফুল লতা পাতা,
কতনা কাহিনী গাথা ;
প্রাচীরে উদ্ভিন্ন মূর্ত্তি— নানা দেবতায় ।

মণ্ডপ সহস্র-দ্বারী,
রুদ্রকণ্ঠ স্তম্ভ সারি,
ঝলকে খিলান ছাদ নীল-মণিকায় ।
তলভূমি ঢাকা ফুলে,
ফুলের ঝালর ঝুলে,
ফুলের লহরী দুলে চারু বোধিকায় ।

যুগে যুগে নারী নর—
নতজানু, যুক্তকর,
প্রেমে গদ-গদ স্বর, রাসলীলা গায়!
বাজে শঙ্খ ঘন ঘন,
ফুটে পদ্ম অগণন,
ঘুরে চক্র সুদর্শন তড়িৎ-প্রভায়!

গর্ভগৃহে পদ্মাসন,
বসি' লক্ষ্মী-নারায়ণ!
বাক্য-মন-অগোচর—নমামি তোমায়!
সৃজন-পালন-লয়
শ্রীপদে জড়িত রয়—
দেহি দেহি পদাশ্রয় শোকান্ধ জনায়!

প্রস্তরা—কার্ণিস্। সর্ব্বতোভদ্র—বিষ্ণুরমন্দির বিশেষ। গোপুর—তোরণ
রুদ্রকণ্ঠ—ষোলপলবিশিষ্ট স্তম্ভ। বোধিকা—স্তম্ভের শীর্ষস্থ কারুকার্য্য

৭

হা প্রিয়া—শ্মশান-দগ্ধা, হও পরকাশ !
ত্যজিয়াছ মর্ত্ত্যভূমি,
তবু আছ—আছ তুমি !
তুমি নাই—কোথা নাই, হয় না বিশ্বাস।
এত রূপ গুণ ভক্তি,
এত প্রীতি আনুরক্তি—
সৃজনে যে পূর্ণতার নাহিক বিনাশ !

নয়—এ মরণ নয়, দু' দিন বিরহ !
আলোকে সু-বর্ণ ফুটে,
আঁধারে সুগন্ধ ছুটে ;
মিলনে নিঃশঙ্ক প্রেম—যত্ন অনাগ্রহ।
বিরহে ব্যাকুল প্রাণ—
সেই জপ তপঃ ধ্যান,
সেই বিনা নাহি আন, সে-ই অহরহ।

প্রতি কর্ম্মে—প্রতি ধর্ম্মে—উঠেছিলে, সতী,
উচ্চ হ'তে উচ্চতরে!
নিম্ন হ'তে নিম্নস্তরে
নামিতেছিলাম আমি অতি দ্রুতগতি।
ক্রমে বাড়ে ব্যবধান,
তাই হ'লে অন্তর্দ্ধান—
তোমারে স্মরিয়া যাহে হই শুদ্ধমতি!

হে দেব, মঙ্গলময়, মঙ্গল-নিদান!
তোমারে হেরি নি, প্রভু,
বিশ্বাস করি হে তবু,—
সর্ব্বজীবে সর্ব্বকালে দাও পদে স্থান।
তোমারি এ বিশ্ব-সৃষ্টি,
আলো-অন্ধকার-বৃষ্টি,
জন্ম-মৃত্যু রোগ-শোক তোমারি প্রদান।

ভাঙ্গিতে গড় নি প্রেম, ওহে প্রেমময়!
মরণে নহি ত ভিন্ন,
প্রেম-সূত্র নহে ছিন্ন—
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বেঁধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয়!

শোকে ধূধূ হৃদি-মরু,
আছে তার কল্পতরু !
নেত্র-নীরে ইন্দ্রধনু হইবে উদয় !

তুমি নিত্য সত্য শুদ্ধ, তোমারি ধরণী ;
তোমারি ত ক্ষুদ্রকণা
আমরা এ প্রতিজনা,
শোকে দুঃখে ভ্রমে কেন পরমাদ গণি ?
ব্যাপি' সর্ব্ব-কাল-স্থান
তব প্রভা দীপ্যমান,
ব্যোমে ব্যোমে কম্পমান তব কণ্ঠধ্বনি !

দুরন্ত বাসনাবর্ত্তে সতত ঘূর্ণন,
নিরন্তর আত্মপূজা,
তোমারে যায় না বুঝা—
সৌভাগ্যে বিস্মৃতি ব্যঙ্গ, দুর্ভাগ্যে দূষণ।
মলিন চঞ্চল মনে
যদি প্রভা পড়ে ক্ষণে,
বুঝিতে দেয় না—তুমি কত যে আপন !

অনাদি অনন্ত তুমি অসীম অপার।
আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধরি'
কত ভাঙ্গি—কত গড়ি,
করি কত সত্য-মিথ্যা নিত্য আবিষ্কার!
নিজ সুখ দুঃখ দিয়া,
তোমারে গড়িয়া নিয়া,
বসি তব ভাল-মন্দ করিতে বিচার!

মজিয়া আপন জ্ঞানে আপনা বাখানি।
রোগে শোকে ভাবি ডরে
জন্মি নাই মৃত্যু তরে—
যদিও এ জন্ম-মৃত্যু কেন নাহি জানি!
জানি—মনঃ প্রাণ দেহ
নহে আপনার কেহ—
তোমারে তোমারি দান দিতে অভিমানী!

দাও প্রেম—আরো প্রেম, চির-প্রেমময়!
আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি,
আরো আত্মজয়-শক্তি—
তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয়!

জীবন—মরণ-পানে
বহে যাক্ সুরে গানে,
হোক্ প্রেমামৃত-পানে অমর হৃদয় !

ক্ষম' এ ক্রন্দন-গীতি—শোক-অবসাদ !
সে ছিল তোমারি ছায়া—
তোমারি প্রেমের মায়া !
তার স্মৃতি আনে আজ তোমারি আস্বাদ !
এখনো সে যুক্তকরে
মাগিছে আমার তরে—
তোমার করুণা-স্নেহ, শুভ-আশীর্ব্বাদ।

সম্পূর্ণ

জন্মভূমি। মাঘ, ১৩০০ সাল।

অক্ষয় বাবু গীতিকবিতায় সিদ্ধহস্ত। গীতি-কবিতায় তিনি কবি-যশস্বী। প্রদীপে কবিতাগুলি যে ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে একখানি কাব্যেরই আভাস আসে। অক্ষয় বাবু অনেক স্থলে সংস্কৃত সন্ধি, লিঙ্গ, কারক প্রভৃতির নিয়ম মানিয়াছেন। প্রদীপের আদ্যন্তে সুন্দর, সুমার্জ্জিত, সুমিষ্ট শব্দসংযোগই দেখিতে পাই।

নিজ কর্ম্মদোষে পরিত্যক্ত প্রিয় পরিজনের পুনর্ম্মিলনে কি ভাবোচ্ছ্বাসের উদ্রেক হয়, তাহার এক পূর্ণচিত্র দেখিয়াছি সংস্কৃত কাব্য "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে," আর দেখিলাম, বাঙ্গালা কাব্যে প্রদীপের "পুনর্মিলন" কবিতায়। ইহ-সংসারে সর্ব্ব সুখৈশ্বর্য্যে ডুবিয়াও আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই। বুদ্ধ-চরিত্রে তাহার পূর্ণবিকাশ অক্ষয় বাবু সে অতৃপ্তির অশরীর আর্ত্তনাদের সুবিশালচিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন,—প্রদীপের কবিতা—"জীবন-সংগ্রামে।" অধিক স্থান নাই; নতুবা দেখাইতাম সে কি অপূর্ব্ব সুবিশাল চিত্র!

স্থান নাই, নতুবা দেখাইতাম, প্রকৃতির অন্তস্তলে কবির কি অন্তর্ভেদিনী অন্তর্দৃষ্টি; দেখাইতাম স্বভাব-বর্ণনে তিনি কিরূপ শক্তিশালী; বুঝাইতাম, রসময়ী ভাষালীলায় দার্শনিক তত্ত্বের কি প্রাণোন্মাদিনী উত্তেজনা! তাঁহার কবিতার একটি তুলিয়া একটি রাখিবার নহে। তবে শেষ কথা বলিয়া রাখি,—প্রকৃতির স্থূল দেহভেদ করিয়া তদীয় অন্তরাত্মা-বিকাশের নিয়তই চেষ্টা—যদি কবির হয়, তাহা হইলে বলিব অক্ষয় বাবু কবি। যে জীবনীশক্তিতে এবং কারণবশে প্রকৃতির স্থিতি, তাহা অন্বেষণই যদি কবির কার্য্য হয়, তাহা হইলে বলিব, অক্ষয় বাবু কবি। প্রদীপ বঙ্গসাহিত্যে গীতি-কাব্যের উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিল। প্রদীপ বঙ্গ-সাহিত্যের এক দিক্ উজ্জ্বল করিয়া চিরপ্রজ্জ্বলিত থাকিবে।

শ্রীবিহারিলাল সরকার।

সাহিত্য। শ্রাবণ, ১৩১৭ সাল।

স্বভাব-শোভার ক্ষুদ্র দৃশ্যপট হইতে, মানব-মনের নিগূঢ় সুষমা ও সৃষ্টির প্রত্যক্ষ ও অলক্ষ্য সৌন্দর্য্য পর্য্যন্ত তিনি কত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ও অনুরাগভরে নিরীক্ষণ করেন, তাহা অক্ষয়কুমারের কবিতার ছত্রে ছত্রে,—তাঁহার বাক্যচিত্রের প্রত্যেক রেখাপাতে

সুপ্রকাশ। তিনিও সুন্দরকে প্রেমের চক্ষে দেখেন। তিনিও প্রেমের কবি এবং তাঁহার প্রেমের গান নির্ম্মল ও উদার। সে গানে কামগন্ধ নাই। তাহা পবিত্রতার সৃষ্টি করে, মনকে উন্নত করে, মহান্ পরার্থে ক্ষুদ্র স্বার্থ উৎসর্গ করিতে শিক্ষা দিয়া থাকে।

অক্ষয়কুমারের গীতিকবিতার সুর তাঁহার নিজের। সে সুর আবার এত কোমল ও মধুর, তাঁহার মূর্চ্ছনাপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তানগুলি এত বৈচিত্র্যময় ও মনোরম যে, গান থামিয়া যাইলেও সুরের রেশ টুকু প্রাণের মধ্যে ঝঙ্কৃত হইতে থাকে। অক্ষয়কুমার ভাবপ্রধান কবি। তিনি তাঁহার কবিতায় যাহা বলেন, ইঙ্গিতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক নির্দ্দেশ করেন। নিপুণ অভিনেতা যেমন একটি কথার ধ্বনি-বৈচিত্র্যে শত কথার ভাব ব্যক্ত করেন, তেমনই অক্ষয়কুমারেরও কয়েকটিমাত্র বা একটী ক্ষুদ্র কবিতা পাঠ করিলে, কত শত তরঙ্গে তরঙ্গায়িত গভীর ভাব-সমুদ্র মন্থন করিয়া যে সেগুলি রচিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার মত কথার সদ্ব্যবহার আর কোনও কবিকে করিতে দেখি নাই।

অক্ষয়কুমারের কবিতায় নিরর্থক বাক্‌চাতুরী নাই। তাঁহার কবিতা দুর্ব্বোধ নহে। শব্দকুহেলিকা ও কষ্টকল্পনা তাঁহার অপরিচিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার কবিতার আর একটি গুণ এই যে, তাহাতে আবর্জ্জনা মাত্র নাই। কনকাঞ্জলি ও প্রদীপ কাব্যের প্রত্যেক কবিতাই সুনির্ব্বাচিত এবং মণিমাণিক্যের ন্যায় উজ্জ্বল।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ, বি, এ।

অর্চ্চনা। শ্রাবণ ও ভাদ্র, সন ১৩১৭ সাল।

বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের কবিতার বড়ই ছড়াছড়ি। এ ছড়াছড়ি থাকাসত্ত্বেও অক্ষয়-কুমারের প্রেমের কবিতা বঙ্গসাহিত্যে আদরের সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইবে। কেননা তাঁহার কবিতায় প্রেমের সে মামুলি সুরের পরিবর্ত্তে একটু বিশেষত্ব একটু নূতনত্ব আছে। যিনি নিজের প্রণয়িণীকে 'স্বরগের প্রতিরূপা' ভাবিয়া থাকেন, তাঁহার প্রেম-কবিতা শুধু 'গুমরি মরিছে কামনা কত'র মধ্যে কখনই সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। তিনি মানব-প্রেমের অসীমতা এবং অনন্ত গভীরতা সম্যক্‌রূপে অবগত। সেই জন্য তাঁহার প্রেম-কবিতা যে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে দেখিতে পাই,—তাহা পূর্ণ, বিশুদ্ধ ও গভীর। এ প্রেম বাহ্য জগতে দর্শন ও স্পর্শনের প্রেম নহে,—ইহা পরিণত মানব-জীবনের প্রেম।

বড়াল কবির কবিতা পড়িবার সময় প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠকবি চণ্ডীদাসকে আমাদের মনে পড়ে। তাঁহার কাব্যপ্রকৃতি চণ্ডীদাসের কাব্যপ্রকৃতির মত। চণ্ডীদাস যেমন সুখের মধ্যে দুঃখের ছায়া এবং দুঃখের মধ্যে সুখের আলো দেখিতে পাইতেন. তিনি যেরূপ মিলনের মধ্যে ভাবীবিরহের ব্যথা ভাবিয়া অধীর হইয়া পরিতেন এবং বিরহের মধ্যে মিলনের অসীম ও অনন্ত ছবি দেখিতেন, বড়াল-কবিতেও সেই ভাব পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার প্রতি কবিতা যেন সুখ দুঃখের রাসায়নিক সংযোগে সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার প্রতি কবিতা যেন 'রৌদ্র মাখা বৃষ্টি'।—এ সৌন্দর্য্য বর্ণনীয় নহে, কেবলমাত্র ধ্যানগম্য।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

হিতবাদী। ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ সাল।

যিনি যৌবনে বাঙ্গালার কাব্য-কাননে কমলবাসিনী বাণীর চরণে কনকাঞ্জলি দিয়া তাঁহার পাদপীঠতলে সোণার প্রদীপ জ্বালিয়াছিলেন, তিনি প্রৌঢ়ের প্রারম্ভে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পরে মঙ্গল 'শঙ্খ' হস্তে কাব্যলক্ষ্মীর সোণার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। আনন্দিত—কেননা আমারা বহুদিন পরে একখানি প্রকৃত গীতিকাব্যের সাক্ষাৎ পাইলাম; আশান্বিত—কেননা অক্ষয়কুমার নব নব কাব্যমাধুরীর প্রবাহ বহাইয়া বাঙ্গালীকে আনন্দ বিতরণ করিবেন।

অক্ষয়কুমার দুঃখের কবি, অতৃপ্তির কবি—তিনিও চণ্ডীদাসের মত ব্যথিত হৃদয়ে গাহিয়াছেন,—"অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।" কিন্তু এ দুঃখ—লালসার দাবদাহ নহে, পূতিগন্ধদুষ্ট কলুষিত কামনার হলাহল-জ্বালা নহে! এই দুঃখ হোমশিখার ন্যায় পবিত্র, ধূপাগ্নির ন্যায় পূত। এই দুঃখ সাহিত্যের তপোবনে হবির্গন্ধ ও অগুরু-সৌরভ ছড়াইয়াছে। কবি দুঃখের আগুণে পুড়িতেছেন বটে, কিন্তু চন্দন-কাষ্ঠের মত পুড়িয়া পুড়িয়া আপনার হৃদয়ের মাধুর্য্য ছড়াইতেছেন। তিনি অনন্তসৌন্দর্য্যশালিনী রসভাবমধুরা, বাসনা-কামনাময়ী প্রকৃতির উপাসক, আর সেই বিশ্ব-প্রকৃতির মাধুর্য্যপ্রতিমা নারীর পূজক। এই উপাসনায়, এই পুণ্যপূত পূজায় তিনি অজস্র কবিতাকুসুম অবকীর্ণ করিয়াছেন। সে কবিতাকুসুম ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা ও সমবেদনার চন্দনধারায়

অভিষিক্ত, প্রেমাশ্রুশিশিরে খচিত। নারীপূজায় এই অ আত্মব্যাপ্তি, এই আত্মবিস্মৃতি এবং বিশ্বপুরুষের চিরন্তন প্রেমবেদনায় আত্মবিসর্জ্জন—অতুলনীয় এবং অপূর্ব্ব !

তাঁহার কবিতাকুসুমমালার মধ্যে দর্শনের সূক্ষ্ম সুবর্ণসূত্র অনুস্যূত রহিয়াছে; কিন্তু কবিতা মধ্যে দার্শনিকতা প্রচ্ছন্ন থাকিলেও তিনি কুত্রাপি শব্দমরীচিকা বা ভাবের কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করেন নাই; শরৎ-প্রসন্ন আকাশে তারকারাজির ন্যায় কবিতার মধ্যে তাঁহার ভাবরত্নরাজি স্ফুটদীপ্ত, দেখিলেই হৃদয় জুড়াইয়া যায়। উজ্জ্বল মধুরে, কোমল করুণে, কান্ত গম্ভীরে মিলাইয়া হৃদয়ের ভাব ফুটাইতে প্রকৃতির ছবি আঁকিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। অল্প কথায় এমন মধুর করিয়া তিনি মনের কথা ব্যক্ত করেন যে, চমৎকৃত না হইয়া থাকা যায় না।

ইন্দ্রধনুর বিশ্লেষণ করিয়া, প্রজাপতির পাখার বর্ণরেখা পৃথক্ করিয়া যেমন তাহাদের সৌন্দর্য্য দেখান যায় না, তেমনি কবিতার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তাহার সমগ্র সৌন্দর্য্য বুঝান যায় না। আমরা পাঠকবর্গকে এই কাব্যখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

বঙ্গবাসী। ৭ই মাঘ, ১৩১৭ সাল।

লোকে যাহা দেখে, কবি তাহা ভাষার চিত্রে ফুটাইতে পারেন। লোকে যাহা না দেখে, কবি তাহাও দেখাইতে পারেন। অদৃষ্ট, দৃষ্টের মধ্যে আসিয়া পড়িলে বাস্তব হইয়া দাঁড়ায়। দৃষ্ট ও অদৃষ্টের সামঞ্জস্য প্রস্ফুটনে কবির বাস্তবতা। অক্ষয়কুমার তাহা বুঝেন। দুঃখের বিষয়, কবিতা-উদ্ধারে তাহা বুঝাইবার স্থানাভাব। বঙ্গবাসীতে 'শঙ্খ' কাব্যের প্রত্যেক কবিতার বিশ্লেষ-বিচারে বা ছেদ-ব্যবচ্ছেদে কবি-মহিমার গৌরব-গুরুত্ব আরও কিছু বেশী করিয়া বুঝাইবার স্থান নাই। মোটের উপর বলিয়া রাখি,—ভাষায়, ভাবে, অলঙ্কারে, ঝঙ্কারে, বর্ণনে, অঙ্কনে কাব্যরাজ্যে অক্ষয়কুমারের স্থান অনেক উচ্চে। মনোবিজ্ঞানে ব্রাউনিঙ্গের এবং স্বভাব-বিশ্লেষণে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্থান ইংলণ্ডের কাব্যরাজ্যে যদি উচ্চ হয়, তাহা হইলে মনোবিজ্ঞান ও স্বভাব-বিশ্লেষণের সমাহারে অক্ষয়কুমারের স্থান কোথায়, ভাবুককে নিশ্চিতই তাহা বুঝাইতে হইবে না।

বসুমতী। ১৩ই ফাল্গুন, ১৩১৭ সাল।

বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে বড়াল কবির আসন অতি উচ্চে

অবস্থিত। কল্পনায় সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ও সেই সৃষ্ট সৌন্দর্য্য মানবের মর্ম্মস্পর্শী করা যদি কবির কার্য্য হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে বড়াল কবির সমকক্ষ কেহ নাই, এ কথা নিরপেক্ষ সমালোচকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। বড়াল কবির বিশেষত্ব এই যে, তিনি কান্ত পদাবলিযোগে, কল্পনার অপূর্ব্বরাগে যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন, তাহা নূতন হইলেও মনে হয়, যেন তাহা বাস্তবের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ছিল—কবির অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাহা যেন পাঠকের সম্মুখে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার কল্পনা উচ্চাধিরোহিণী হইলেও উদ্দাম নহে, বাস্তবকে দূরে ফেলিয়া তাহা এক অস্বাভাবিক, নশ্বর সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে না। তাঁহার কবিতা কেবল ছন্দে গ্রথিত শব্দমাত্র-সম্বল রচনা নহে, উদ্দেশ্যহীন অসার বাক্যের ঝঙ্কার নহে, পরন্তু প্রতিকথা হইতে যেন অমৃতের নির্ঝর ঝরঝর বহিতে থাকে, প্রতি বাক্য যেন উদ্দেশ্যকে স্ফুটতর করিয়া তুলে, প্রতি পদ যেন হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত তৃপ্তির সঞ্চার করিয়া দেয়।

কবি কেবল বাহ্য, আপাততঃ মনোহর, নশ্বর সৌন্দর্য্য লইয়া ব্যস্ত নহেন। তাঁহার দৃষ্টি আধ্যাত্মিকতার দিকেই আকৃষ্ট। বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রতিভা সেই সৌন্দর্য্যের অন্তস্তলে বিরাট বিশ্বজনীন সৌন্দর্য্যের অন্বেষণে ধাবিত হয়। প্রতিভাশালী বড়াল কবির হৃদয় ভক্তি ও বিশ্বাসে পূর্ণ, তাই তাঁহার কবিতা এত সুন্দর ও এত প্রাণারাম। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও মুদ্রাঙ্কন অতি সুন্দর।

ভারতী। ফাল্গুন, ১৩১৭ সাল।

এতদিন পরে বঙ্গসাহিত্যের প্রিয় বড়াল কবির মাসিক পত্রিকায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে পাইয়া অনেকেই প্রীতিলাভ করিবেন। অক্ষয় বাবু নূতন কবি নহেন, বহুদিন হইতেই তিনি কবিতা রচনা করিয়া সাহিত্যে আপনার গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্ত্তমান কবিতাগুলিতে কবির নিজস্ব করুণ সুরটী সর্ব্বত্র ঝঙ্কৃত। এই করুণ সুরটী নৈরাশ্যব্যঞ্জক হইলেও ইহার অন্তরে একটী গূঢ় নির্ভরতা আছে—যাহা নিতান্তই বিশ্বাসলব্ধ। এই গ্রন্থে কবির নানাদিগভিমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়—একদিকে লঘুগীতি অন্যদিকে গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব। আশা করি, বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকা কাব্যখানি উপভোগ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইবেন।

আর্য্যাবর্ত্ত। ফাল্গুন, ১৩১৭ সাল।

অ্যাণ্ড্ল্যাং এক স্থানে বলিয়াছেন, বর্ত্তমানকালে অসার ও বিশেষত্ববিহীন পদ্য-লেখকের সংখ্যা এত অধিক যে, কবির পক্ষে যশঃ অর্জ্জন করা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের মত বাঙ্গালায়ও পদ্য-লেখকদিগের অত্যাচারে পাঠক-সম্প্রদায় সন্ত্রস্ত—সমালোচকগণ ভীত। এই অবস্থায় যদি গ্রীকবর্ণিত স্বুবর্ণ-সিকতাসজ্জিত সৈকতমধ্যবাহী স্ফটিকবারি প্যাকটোলাসের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে যেমন আনন্দ হয়, আজ বহুদিন পরে বঙ্গাল কবির নূতন পুস্তক লইয়া আমাদের তেমনই আনন্দ হইয়াছে।

অক্ষয়বাবুর শব্দ-সম্পদ ও ছন্দ-সম্পদ যথেষ্ট। কিন্তু সে দুই সম্পদ পদ্য-লেখকমাত্রেরই থাকিতে পারে। 'শঙ্খের' কবির গৌরব—ভাবে—ভাবের গাঢ়-তায়—গভীরতায়—উদারতায়। লঘুতা তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। এক টেনিসন ব্যতীত আর কোন্ কবি কবির কার্য্যের এমন বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন?

তিনি প্রেমের চটুলচাকচক্য পরিহার করিয়া তাহার বিশাল ব্যাপকতা—দেবভাবে তন্ময়। থিয়ক্রিটসের মত তিনি যুবজনের চিত্তবিনোদনে চেষ্টিত নহেন। তাঁহার নিকট 'নারী কত গরীয়সী।'

বঙ্গদর্শন। চৈত্র, ১৩১৭ সাল।

এই নিত্য নূতন রচিত দুঃখদৈন্যের মধ্যে—এই কঠোর নির্ম্মম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে মানব-জীবনকে মধুর, জগতকে সুন্দর করিয়া তোলাতেই নবযুগের কবির সফলতা। 'শঙ্খের' তৃতীয় বা শেষ অংশের কবিতাগুলিতে আমরা এই নবযুগের কবিতার আভাস অনুভব করিতে পারি। এখানে কবি মানব-জীবনের সাধারণ সুখ দুঃখ, বিরহ মিলন, হাসিকান্না হইতে অতি উর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছেন। এই স্থূল জগতের অতীত—সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর জগতে কবি তাঁহার আনন্দময়ী মানস-প্রতিমাকে দেখিতেছেন। দ্যুলোকে ভূলোকে তাঁহারই স্বপ্নগীতি কাঁপিয়া উঠিতেছে। ইহাই মানব জীবনের চরম কামনা! সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেই মহা-সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাওয়াতেই মানব-জীবনের চরম সার্থকতা। আশা করি, বঙ্গদেশ আরও অনেক দিন ধরিয়া এই সঙ্গীত শুনিবার অবসর পাইবে।

অক্ষয়কুমারের ইঙ্গিতে ভাষা ও ছন্দ যেন নৃত্য করে। তাঁহার কবিতার ছন্দ

অতি সুগ্রথিত, সুনিবদ্ধ; কোথায়ও অসম্পূর্ণতা নাই—কোথাও তালভঙ্গ হয় নাই। ভাষার উপরে তিনি যেমন আধিপত্যলাভ করিয়াছেন, তাহা বহু সাধনার ফলেই হইয়া থাকে। এক একটি শব্দ যেন শাণযন্ত্রে উজ্জ্বল করিয়া বসানো হইয়াছে। কেবল উপসংহারে'শঙ্খের'একটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। 'শঙ্খে' কবির স্নেহপ্রবণ চিরনবীন হৃদয়ের সুরটী স্পষ্ট ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কাব্য-মুকুরে, এই মসৃণ-শুভ্র 'শঙ্খে',তাঁহার হৃদয়ের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আমরা এই কাব্যে কবি অক্ষয়কুমারের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবশিশু গৃহী অক্ষয়েরও পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হই।

সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন,—

বহুকাল পরে রঙ্গক্ষেত্রে বড়াল কবির সন্দর্শন পাইয়া পুলকিত হইলাম: এবার তিনি শঙ্খ হস্তে। অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! কবি প্রবীণ হইয়াও নবীনই রহিয়াছেন। ধ্বনি সেই—সুপরিচিত নিস্বন—মধুরে গম্ভীর, গম্ভীরে মধুর—সেই ষড়্জ পঞ্চম গান্ধারের অপূর্ব্ব মিশ্রণ! কবির বঙ্গমাতার বন্দনা অতুলা, সূত্রগ্রন্থ "বন্দে মাতরমের" উৎকৃষ্ট বার্ত্তিক। পড়িতে পড়িতে আত্ম-গৌরবে আত্মহারা হইতে হয়। মনেহয়,এমন সুমাতার আমরা কেন কুপুত্র হইব? ভাই আমাদের এমন স্বতিগানে মাতৃকীর্ত্তন করিতেছেন, আমাদের দুঃখ কি? কবির এইপূজা আমাদের সকলেরই প্রাণের পূজা। গ্রন্থের গুণ গ্রহণ করিতে হইলে, অন্ততঃ অর্দ্ধেকের অধিক উদ্ধৃত করিতে হয়,সে ত সম্ভব নহে।

বসুধা। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ সাল।

দেবালয়। শ্রাবণ, ১৩১৯ সাল।

বড়াল কবির গীতিকাব্যের একটি বিশেষত্ব এই যে তাঁহার কবিতাগুলি বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন নহে। একটি নদী যেমন ধরাময় কাঁদিয়া ঘুরিয়া, সংসারের কুঞ্জবন ও মরুভূমি অতিক্রম করিয়া, অনন্ত সমুদ্রে গিয়া আত্মবিসর্জ্জন করে,—তেমনি মানবের জীবন-কাব্যের আরম্ভ, গতি, ও অবসান। বড়াল কবির গীতিকাব্য ঠিক এই জীবন কাব্যের অনুরূপ। জীবনের অবস্থা বিপর্য্যয়, সংসারের ঘাত ও প্রতিঘাত, জন্ম ও মৃত্যু, আশা ও নিরাশা, সুখ ও দুঃখ, কল্পনা ও বাস্তব, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, ত্যাগ ও ভোগ, মিলন ও বিরহ প্রভৃতি মানবজীবনকে যে ভাবে আলোড়ন করে, জীবনের মূল রাগিণী এই ঘাতসংঘাতের দ্বারা নিপীড়িত হইয়া যেরূপ বেদনায় ও মূর্চ্ছনায়, কুহক ও কল্পনায় মর্ম্মরিয়া উঠে, সেই এক একটি মর্ম্মর ধ্বনিকে ছন্দের বন্ধনে বাঁধিয়া কবি

তাঁহার জীবন-বেদের প্রতি পৃষ্ঠায় অতি যত্নে সাজাইয়া ও ছড়াইয়া তুলিতেছেন বাঙ্গলা সাহিত্যে অক্ষয় কবির ইহাই অক্ষয় কীর্ত্তি!

বড়াল কবির গীতিকাব্যে এই জীবনের স্রোতঃ ও কবিপ্রতিভার অভিব্যক্তি একত্র মিলিয়া নিয়তই এক মহাতুফান তুলিতেছে। জীবন ও কবিতার—এই মহ সাগরসঙ্গমে আমরা তীর্থযাত্রী দূরে দাঁড়াইয়া, ইহার অত্যদ্ভুত লীলা ও তরঙ্গভঙ্গি দেখিতেছি। মুগ্ধ, বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া আছি। কি অদ্ভুত দৃশ্য! বঙ্গ-সাহিত্যে কি এক স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও অতুল সম্পদ!

সংসার-আবর্ত্তে পড়িয়া জীবের যে কর্ম্মভোগ—তাহার প্রতি কবির একটি স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত্ত অন্তরের সহানুভূতি আছে। তাঁহার কবিতায় মর্ত্ত্যের এই সুখ দুঃখের অতি মর্ম্মস্পর্শী ধ্বনি নিয়তই আমাদের চিত্তে কি মোহন-মন্ত্রে তাহার অনুরূপ একটি প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলে! আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি, কি করিয়া কবি আমার জীবনের সব গোপন কথা জানিতে পারিল? কি করিয়া আমার মনের স্তম্ভিত ও মূক আবেগরাশিকে এমন ভাষা দিয়া সজীব করিল! কবি কি অদ্ভুত শিল্পী। তাঁহার তুলিকায় হৃদয়ের ছবি কেমন প্রতিবিম্বিত অথচ জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে!

কি গম্ভীর ভাব! কি গম্ভীর ভাষা! কি বিরাট অনুভূতি! সাধনার পথে কবি উঠিয়া যাইতেছেন—অনন্তের দিকে বাহু মেলিতেছেন। তারপর দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ যায়, হৃদয়ধূপে এমনি করিয়া প্রেমের আরতি চলিতেছে। হঠাৎ একদিন "জ্যোৎস্না রাত্রে" বহুদিন পরে কবি চক্ষু মেলিলেন—দেখিলেন,—...।

কবি আর পারিলেন না—একবারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রেম সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন। তাই মর্ত্ত্যে দাঁড়াইয়াই স্বর্গকে আহ্বান করিলেন; কহিলেন,—...। কি আশ্চর্য্য এই দৃশ্য! মৃত্যুর নিবিড় ধূমরাশি বিদীর্ণ করিয়া অভেদ আত্মার কি অমল জ্যোতিঃ! কোথায় 'ড্যান্টের ছবি,' কোথায় 'র‍্যাফেলের কাব্য' আর কোথায় সেই 'The novel silent silver lights and darks undreamed of' এমন কোথাও কি আর দেখিয়াছ? মর্ত্ত্যের তরঙ্গ স্বর্গের তটে গিয়া আছাড়িয়া পড়িতেছে; আবার স্বর্গের জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। কি উৎসব! কি সমারোহ! কি এই প্রেমের অনুভূতি!

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী এম্, এ।